করিয়া জানা যায় নাই। ইহার নিকটে নিগ্রো জাতির বাস। ইহারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং অসভ্য এই দুর্ভাগাদিগের অনেককে ধরিয়া আমেরিকাখণ্ডে বিক্রয় করে, এবং তাহারা মনিবদের চিরকালের মত কেনা চাকর বা গোলাম হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গোপার্ক নামে একজন সাহেব ঐ দেশ সকল আবিষ্ক্রিয়া* করিতে গিয়াছিলেন। একে সেখানে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে আহার ও আর আর প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যেরই অভাব; ইহাতে সাহেবটিকে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। নিগ্রো জাতি তাঁহার প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ না করিলে তিনি কখনই বাঁচিতে পারিতেন না। ঐ জাতির একটি স্ত্রীলোক তাঁহার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল তাহা তিনি আপনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ † নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

আমারা দেশের রাজধানী সিগো, নাইগার নদীর উভয় পার্শ্বেই আছে। আমি ঐ নদী পার হইয়া অপরদিকে রাজবাটী দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলাম। কিন্তু পথে লোকের অত্যন্ত ভিড় হওয়াতে দুই ঘণ্টা কাল আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

এই সময়ে কতকগুলি লোক নদী পার হইয়া মানসং নামে এদেশের রাজার নিকট গিয়া বলিল, যে কোথাকার একশ্বেতবর্ণ পুরুষ নদীপার হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবে।

রাজা তৎক্ষণাৎ একজন পারিষদকে পাঠাইয়া আমাকে জানাইলেন যে, বিদেশী লোক এখানে কি জন্য আসিয়াছে তাহা না বলিলে রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না এবং রাজার আজ্ঞা না পাইলে নদী পার হইতে সে যেন সাহসী না হয়।

ইহাতে ঐ সংবাদ দাতা ভদ্র লোক কিছু দূরে একটি পল্লীগ্রাম দেখাইয়া দিলেন এবং সেই স্থানে রাত্রি কাটাইতে বলিলেন। বিদায় হইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, আর আর সংবাদ কল্য প্রাতে জানিতে পারিবেন।

ইহাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ এবং ভাবিত হইলাম। কিন্তু কি করি, আর উপায় না দেখিয়া সেই পল্লীর দিকেই যাত্রা করিলাম। সেখানকার লোকদের অত্যন্ত কুসংস্কার। তাহারা আমাকে দেখিয়া যেন কেমন আশ্চর্য্য এবং ভীত হইল! বাড়িতে কেহ আমাকে একটু আশ্রয় দিতে চায় না। ইহাতে মনে অত্যন্ত ক্ষোভ

---

* যে বিষয় আছে কিন্তু কেহ জানে না, তাহার প্রকাশ করাকে আবিষ্ক্রিয়া বলে।

† এই অংশ হইতে অন্য আমার লেখা।

হইল এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া একটি তরুতলে উপবেশন করিয়া রহিলাম।

রাত্রি বিষম কষ্টে যাইবে এই আশঙ্কাই বাড়িতে লাগিল। মহাবেগে ঝড় বহিতে লাগিল, ঘোরতর বৃষ্টির লক্ষণও বোধ হইল। তাহার নিকটে আবার ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু সকলের এমত প্রাদুর্ভাব যে আমাকে গাছে উঠিয়া ডাল পালার মধ্যে অতি কষ্টে লুকাইয়া থাকিতে হইবে ভাবিতে লাগিলাম।

সূর্য্য অস্ত যান। একটি ঘোটক চড়িয়া গিয়াছিলাম তাহাকে ইচ্ছামত চরিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমত সময় একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক মাঠে চাষ কর্ম্ম করিয়া ঘরে যাইতে ছিল, আমাকে দেখিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইল, কাছে আসিয়া আমাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখিয়া মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে, কেন এমন করিয়া আছেন? আমি সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। তাহাতে তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া ঘোড়াটির লাগাম ও জিন হাতে করিয়া লইলেন এবং আমাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিলেন। তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ঘরের মেজেতে একটি মাদুর পাতিয়া বলিলেন আজি রাত্রি এই খানে বিশ্রাম কর'।

আমাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে চলিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একটি উত্তম মৎস্য হস্তে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে কাষ্ঠ জ্বালিয়া সেইটি দগ্ধ করিয়া আমাকে আহার করিতে দিলেন। আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া সুস্থ ও সবল হইলাম।

অনন্তর সেই গুণবতী রমণী একটি মাদুর দেখাইয়া বলিলেন 'এখন ঐস্থানে গিয়া নিদ্রা যাও'। এইরূপে অতিথি সেবা করিয়া পরিবারের আর আর স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার কাটনা কাটিবার জন্য ডাকিলেন। অবলাগণ এতক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছিল। এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেইরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

তাহারা নানাবিধ গান গাইয়া আপনাদের পরিশ্রম দূর করিতেছিল। তাহার মধ্যে একটি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচা দেখিতে পাইলাম। কারণ সেটি আমারই বিষয়ে। একটি যুবতী স্ত্রী সেই গানটি করিল, আর আর সঙ্গিনীরা তাহার সহিত সমস্বরে গাইতে লাগিল।

তখন অতি সুন্দর বায়ু মন্দ বহিয়া শরীর শীতল করিতে ছিল, গানটিতে হৃদয়দ্রব হইতে লাগিল সেই গীতটির মর্ম্ম এই—

বায়ু বহে ঘোর রবে পড়ে বৃষ্টি ধার,

নিরাশ্রয় শ্বেতকায় ক্লান্ত কলেবর হায়,
বিষাদে বসিল আসি সেই বৃক্ষতলে,
জননী নাহিক তার দিবে ক্ষুধাহার,
ভার্য্যা নাহি শষ্য চূর্ণ করিবে তাহার,
শ্বেতপুরুষেরে দয়া করহ সকলে
পুনর্ব্বার সমস্বরে—
শ্বেতপুরুষেরে দয়া করহ সকলে
জননী নাহিক তার দিবে ক্ষুধাহার
ভার্য্যা নাহি শষ্য চূর্ণ করিবে তাহার।
এইরূপে গাইতে লাগিল।

দেশাচার।

উপক্রমণিকা।

আমাদিগের জন্মভুমি এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে সভ্যদেশ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। এদেশের আগেকার ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার যশ, মান ও সুখ প্রভৃতি উন্নতির চিহ্ন সকল স্মরণ করিলেও কত আনন্দ হয়। এই ভারতবর্ষ যখন পৃথিবীর সকল মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিয়াছিল, যখন ইহা কি বিজ্ঞান্ কি শিল্প, কি সাহিত্য কি ইতিহাস, কি গণিত কি জ্যোতিষ, কি বাণিজ্য কি রাজ্যশাসন সকল বিষয়েই উন্নত ছিল; তখন ও তাহার পূর্ব্বে আর কোন দেশেরই এরূপ উন্নতি হয় নাই। যে ইংরেজেরা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেই ইংরেজেরাই তখন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পশুমাংস ভক্ষণ ও পশুচর্ম্ম পরিধান করত কালযাপন করিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষ সে সময়ে সভ্য ও উন্নত দেশমধ্যে গণ্য ছিল। তখন এখানে সকল বিষয়েরই উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা ছিল। তখন রাজ্যশাসন উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইত, নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, এবং সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হইত, তখনকার বিবাহপদ্ধতিও উৎকৃষ্ট ছিল। ফলতঃ তৎকালে প্রায় সর্ব্বপ্রকার সুনিয়ম প্রচলিত ও কুনিয়ম রহিত ছিল বলিলেও বলা যায়।

কিন্তু এখনকার অবস্থা অবলোকন করিলে অতিশয় ক্ষোভ পাইতে ও দুঃখিত হইতে হয়। এক্ষণে যে সকল কুসংস্কার সহিত কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে শোকাকুল হইতে হয়। যে ভারতবর্ষ এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সভ্য ছিল, এখন তাহার এরূপ হীন অবস্থা দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হইবেন?

বোধ হয় যখন এই ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল তখনই উহার উক্ত প্রকার সুখসৌভাগ্য উপস্থিত হয়। পরে যখন যবন রাজাদিগের অধিকৃত হয় তখন অবধি আবার অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। তৎকালীন মুসলমান রাজারা আ-

পন আপন অধিকার কালে প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিয়া অনেক অর্থ গ্রহণ করত এবং বিনা অপরাধে অনেক মান্য ভদ্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন অপহরণ করিত। কত কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট করিয়াছে এবং অনেক অট্টালিকা ভগ্ন, দেবপ্রতিমা চূর্ণ ও পুস্তকালয় দগ্ধ করিয়াছে। ফলতঃ তখনকার লোকেরা ধন, প্রাণ, মান প্রভৃতি সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক ছিল, সুতরাং দেশের হিতকর বিষয়ে কিছু মাত্র যত্ন ও চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতে পারিত না। এবং সেই অবধি ভারতবর্ষে অনেক বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হইল ও ক্রমে ক্রমে এদেশ হীন দশায় পতিত হইতে লাগিল; তথাপি এখনও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বে অতি বিখ্যাত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মুসলমানেরা তখনকার অনেক উত্তম উত্তম পুস্তক নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু এখনও তন্মধ্যে যে সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দ্বারা অনেক উন্নতির চিহ্ন দেখা যায়।

যদিও এই ভারতবর্ষ অত্যন্ত হীন দশায় পতিত হইয়াছে বটে কিন্তু এখনকার অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে এখন আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে। এখন দিন দিন সকল স্থানে বিদ্যার আলোক পতিত হইতেছে এবং বিদ্যা শিক্ষায় লোকের অনুরাগ বাড়িতেছে; বিশেষতঃ যে স্ত্রীশিক্ষা এদেশীয় লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল তাহারও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। এ ভিন্ন লোকের সুখসচ্ছন্দতার ও সুবিধার জন্য কত প্রকার সুনিয়ম প্রচলিত হইতেছে, কত প্রকার শিল্পযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, এবং দেশের কুসংস্কার ও কুপ্রথা সকল দূর করিতে লোকের যত্ন ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এখনও যে কত দিনে আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক যত দিন এদেশের অনিষ্টকর কুসংস্কার ও দেশাচার সকল দূর না হইবে ততদিন আমাদের প্রকৃত সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যদি আমাদের দেশের লোকেরা আপন আপন কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিতে ও দেশের কুপ্রথা দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা পান তাহা হইলে শীঘ্র আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু এদেশের লোকের কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রতি দৃষ্টি করিলে এরূপ আশা করা যায় না যে তাহারা শীঘ্র স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে ও আপনাদিগের চিরকালের কুসংস্কার সকল ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

বামাগণ! আমাদিগের দেশে যে সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ও তাহা দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, বোধ করি, তোমরা সকলে তাহা ভালরূপ জান না এজন্য সে সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু সে সমস্ত জানিতে পারিলে তোমাদের অনেক উপকার হইবে এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মত কাজ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে, সুতরাং তোমাদিগের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব যে সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথার জন্য এদেশের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে, সেই সকল পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন সংবাদ।

১ম—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে "গত ২৫এ বৈশাখ শান্তিপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে; শান্তিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]নচন্দ্র রায়, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক, ডেপুটী ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মৈত্র এবং দুই জন ভদ্র ইংরাজ পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাগণকে ২১টী রূপার ফুল, পাঠ্য পুস্তক এবং সকল বালিকাকে সিংহ, কুক্কুর ও বিড়ালের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয় বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পাঁচ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

২য়—"কলিকাতা সিন্দুরাপটী নিবাসী মৃত কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় মৃত্যুকালে দেশের হিতের নিমিত্ত পাঁচলক্ষটাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ হইতে দুইটী সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। তথায় ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা ও পাঠাবস্থায় ভরণ পোষণ অবধি প্রাপ্ত হইবে। অপর কতকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, দীন, হীন ব্যক্তিও সময়ে২ সাহায্য লাভ করিবে।"

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা যদি এইরূপ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই এদেশের সৌভাগ্য হইতে পারে।

৩য়—কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য মান্দ্রাজ* ও বোম্বাই†নগরে

---

* মান্দ্রাজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব করমাণ্ডল উপকূলে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ৪১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

† বম্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমে বম্বে নামক দ্বীপে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে প্রায় ৯৫০ ক্রোশ অন্তর।

গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিম্নে সংক্ষেপে কিছু লেখা যাইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন—"মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকে না; আমি একটি পরবের দিন দেখিলাম স্ত্রীলোকেরা আপন আপন স্বামী পুত্রাদির সহিত সদর রাস্তা দিয়া গাড়ী চড়িয়া যাইতেছে অথচ গাড়ীর দরজা খোলা রহিয়াছে। এরূপ প্রথা এদেশে অনেক দিন অবধি চলিয়া আসিতেছে। মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা শীতল এবং ইহার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। এখানকার লোকেরা সকলি প্রায় সুস্থ ও বলবান। তাহারাও আমাদের মতন তিন বার আহার করিয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অনেক লোকই অধিক পরিমাণে মাংস খায়। এখানে, মেষ ও কুক্কুট মাংস এবং পলাণ্ডু ভক্ষণ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। এখানকার লোকেরা আগে কপ্নি পরিয়া তাহার উপর ধুতি পরিধান করে, কেহ কেহ কাছা দেয় না। মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা পরিয়া তাহার উপর আমাদের দেশীয় শাড়ীর ন্যায় কাপড় পরে, কিন্তু ঘোমটা দেয় না। তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ঘাড়ে খোপা না বাধিয়া, দক্ষিণ বা বাম দিকে বিশ্রী বিউনি করিয়া জড়াইয়া রাখে। তাহারা পৈঁছা, বালা, কর্ণফুল প্রভৃতি গহনা পরিয়া থাকে, কিন্তু গলায় চন্দ্রহার পরে। এখানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দৃষ্ট হইল; যদি ভদ্রলোকের বাটীর কোন স্ত্রীলোক মূর্খ হয় তবে লোকে তাহাকে ঘৃণা করে।

"বম্বের শোভা অতি চমৎকার। এখানে বাণিজ্যের অতিশয় আড়ম্বর দেখা গেল। ইহার পাঁচ ক্রোশ দূরে বিহার নামক একটি সরোবর আছে, এইটি প্রস্তুত করিতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইহার পরিধি ৭॥০ ক্রোশ, ইহার চারি তীর উচ্চ প্রস্তর দিয়া বাধান এবং মধ্য স্থলে দুর্গের ন্যায় একটি বাটী নির্ম্মিত আছে, তীর হইতে বাটী পর্য্যন্ত একটি লৌহ সেতু আছে। এই স্থানে জলতোলা কল আছে তাহা দ্বারা পুস্করিণী হইতে জল উঠিয়া চোঙ্গের দ্বারা নগর মধ্যে যাইতেছে নগরবাসীরা সেই জল ব্যবহার করে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের পানীয় জল বড় সুলভ নহে।,,

"কালিকটের* স্ত্রীলোকেরা চারহাত লম্বা এক প্রকার বস্ত্র কোমরের নিম্নে পরিধান করে, কিন্তু গাত্রে কোন রকম কাপড দেয় না। পুরুষেরা মস্তকের উপরিভাগে একটা লম্বা টিকি রাখিয়া থাকে।

৪র্থ—"মাদারীপুরের অধীন

* কালিকাট—দক্ষিণ ভারতবর্ষে মালেবর উপকূলে অবস্থিত। মলবরের রাজধানী কালিকাট।

খরজীগ্রামের কিনাই চণ্ডালের স্ত্রী শাশুড়ির সহিত ঝকড়া করিয়া স্বীয় তের বৎসরের বালিকাকে দা দ্বারা হত্যা করে।”

“ গোপালপুর নিবাসী ছিটু নামক একজন মুসলমান অবস্থা মন্দ বলিয়া আপন স্ত্রী লালজার অতি অল্পমূল্যের অলঙ্কার বন্ধক দেয়। ঐ আক্ষেপে লালজা ধারাল দার দ্বারা আত্ম হত্যাকরে।”

আমাদের দেশের মেয়ে মানুষেরা লেখা পড়া না জানাতেই এবং ধর্ম্মোপদেশ না পাওয়াতেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটে। মূর্খতাই সকল অনিষ্টের মূল।

৫ম—এখন পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজেরা উন্নত ও সভ্য। তাঁহাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের ন্যায় সকল প্রকার ব্যবসায়ই করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম করেন তাহা দেখিলে চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইতে হয়। আমাদের দেশের দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদিগের মতন অষ্টাকষ্টে খেলিয়া ও ঝকড়া কলহ করিয়া তাঁহারা অনর্থক সময় নষ্ট করেন না।

“ইংলণ্ডে এখন স্ত্রীলোকেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার বৃত্তান্ত নীচে লেখা হইল।

শ্যাঙ্কার অর্থাৎ বেণে	১০ জন
মহাজন	৭ জন
কেরানী অর্থাৎ মুহুরি	১৭৪ জন
দূত	২৫ জন
পোদ্দার ..	৫৪ জন
দোকানদার	৩৮ জন
প্রিন্টার (ক) ..	৪১৯ জন
কৃষক ..	৪৬৯৪৭ জন
চিকিৎসক ..	৬১ জন
রিপোর্টার অর্থাৎ সংবাদ দাতা	৬ জন
মিউনিসিপাল্ কর্ম্মচারী (খ)	৩ জন
বাগ্মিতা শিক্ষক (গ) ..	৪ জন
জাদুকর	৪ জন
জ্যোতির্বিৎ ..	১ জন
ক্রোনলজিষ্ট অর্থাৎ সময় নিরূপক ..	১ জন
বাগ্মী	১ জন

৬ষ্ঠ—“সম্প্রতি বিলাতে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল উদ্দেশে একটি সভা হইয়াছিল। তথায় স্থির হইয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি সুনিপুণা শিক্ষিকা আমাদের বঙ্গদেশে আগমন করিবেন।”

বামাগণ এখন তোমাদের উন্নতির জন্য সকলি ব্যস্ত; তোমারা আর অলস হইয়া থাকিওনা।

ক। প্রিন্টার—যে পুস্তকাদি ছাপায়।

খ। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী—যাঁহাদের উপরে নগরের রাস্তা, ঘাট নরদামা ইত্যাদি পরিষ্কার করাইবার ভার আছে।

গ। বাগ্মিতা শিক্ষক—যে বক্তৃতা শেখায়।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা হে করুণাময় জগতের সার।
কাতরা কিঙ্করীডাকে হের একবার॥
সংসারসাগরেপড়ি নাদেখিনিস্তার।
অন্তরে ভরসা করি চরণ তোমার॥
অজ্ঞানেতেকতপাপকরিয়াছিআমি।
যোড়হাতেমাগিভিক্ষা জয়বিশ্বস্বামী
বিষয় বাসনা কিছু নাহিকরি আর।
হৃদয়ে থাকহ তুমি ডাকি বার বার॥
মাতাপিতা ভাইবন্ধু কেহনহে কার।
তোমার করুণাবিনা সকলি আঁধার॥
অহে প্রভু দয়াময় জগতের পতি।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষকর কাতরার প্রতি॥
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্দ্ধনের ধন।
জগত জীবন তুমি পতিত পাবন॥

মেদিনীপুর }
২৫এ জ্যৈষ্ঠ } শ্রীমতী * * *

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে প্রায় পত্রিকা পাটান যাইবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১০ম সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতি করচমাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার ও তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দাসী এবং তাঁহার ভ্রাতৃ জায়া শ্রীমতী হরিসুন্দরী সরকার মহাশয়গণ সাধারণের উপকারার্থ বামাবোধিনীর ১০ম, ১১শ, ১২শ ও ১৪শ সংখ্যক পত্রিকা পুনর্মুদ্রিতকরিয়া দিতেছেন। আমরা তাঁহাদের দয়া, বদান্যতা এবং বামাগণের বিদ্যাৎসাহিতার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা-চিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি।

বামাবোধিনী সভা }
২৮শে পৌষ } সম্পাদক।
১২৭৪ সাল।

বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে শ্রীনবীনচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

রূপের সহিত নহে গুণের তুলন,
রূপ ক্ষণস্থায়ী, গুণ চিরস্থায়ী ধন,
সুরূপ মাখাল ফলে কে করে যতন?
কুরূপ কোকিল হরে জগতের মন।

১২শ সংখ্যা } শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭১। { মূল্য /১০ আনা।

স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর সম্বন্ধ।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই এই প্রভেদ দেখা যায়। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য ও সুখবৃদ্ধি করিতেছে এবং নুতন জীব সকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। কেবল পুরুষ থাকিলে অথবা কেবল স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইলে এ পৃথিবীর এ প্রকার শোভা থাকিত না এবং তাহা হইলে জীবদিগের বংশ এককালে ধ্বংস হইয়া যাইত। মানব জাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী থাকাতেই লোকে পরিবার ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সংসারধর্ম্ম পালন করে। ইহার মধ্যে একের অভাব হইলে সংসার অরণ্য তুল্য হইত। এক জাতির মধ্যে এই দুই প্রকারের জীব রচনা করিয়া জগদীশ্বর কি অদ্ভুত কৌশল কি মঙ্গল নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুষ্যদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যেমন সম্বন্ধ এমন আর কোন জীবের মধ্যে নাই। কিন্তু এখানে স্ত্রীলোকদিগের যেমন দুরবস্থা এমনও আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অনেক পুরুষ এবং অনেক জাতীয় লোক, স্ত্রীলোকদিগকে মনুষ্য জাতির মধ্যে গণনা করিতে চাহে না। পশুপক্ষী ইতর জাতির ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও

এক স্বতন্ত্র ইতর জাতি বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বা ইহাদিগকে স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ, সকল দুষ্কর্ম্মের মূল এই রূপ অতি জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করেন। আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কি আজিও স্ত্রীদিগের প্রতি পশু বা ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার হয় না? পারসী কাব্য সকল পাঠ করিলে কি স্ত্রীলোকদিগের নাম করিতেও মনে ত্রাস ও ঘৃণার উদ্রেক হয় না?

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দোষারোপ ও তাঁহার বিরোধী কার্য্য করা হয়।

তিনি কি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অমৃত আত্মায় ভূষিত করেন নাই? তিনি কি তাঁহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে অধিকারী করেন নাই? তাঁহাদের আত্মার কি ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইবেক না?

বস্তুতঃ এই মূল বিষয়ে আমরা নর ও নারী উভয়কেই সমান দেখিতেছি। কত স্ত্রীলোক বিদ্যায় পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, কত মহিলা ধর্ম্মগুণে পুরুষদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। অতএব ইহারা আকারে প্রভেদ বলিয়া কখন নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যাহা হউক পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না? অদ্য আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি মূল বিষয়ে ইহারা এক, তবে আকারপ্রকারে ভিন্ন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি একদিকে পুরুষদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় অন্যদিকে স্ত্রীলোকদিগেরও শ্রেষ্ঠতা আছে। বল, দৃঢ়তা, সাহস, গাম্ভীর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা এসকল বিষয়ে পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়, আবার রূপ, কোমলতা, নম্রতা, প্রীতি, সরলতা, শোভানুভাবকতা ও বিশ্বাস এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠতা মানিতে হয়। আমরা কোন বিশেষ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বলিতেছি না, কিন্তু সমুদায় পুরুষ জাতির ও সমুদায় স্ত্রী জাতির সাধারণ গুণ এই।

যখন প্রায় সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায় তখন ইহাদের পরস্পরের সাহায্য যে পরস্পরের সুখ ও উন্নতি তাহার সন্দেহ নাই। সমুদায় কঠিন গুণে মনুষ্য সুসজ্জিত, সমুদায় কোমল ভাবে বামাগণ ভূষিত। ইহাদের পরস্পরকে বৃক্ষ ও লতার ন্যায় তুলনা করা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় বৃক্ষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরা তাহার শোভা পুষ্পিত লতা স্বরূপ। যখন লতা বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া থাকে তখনই সে সরল হইয়া উঠিতে পারে এবং

মনোহর কুসুম ধারণ করিয়া দিক্ সকল উজ্জ্বলকরে, বৃক্ষলতার সহযোগে পরম মনোহর হয়। অতএব স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সাহায্যে কোমল ভাবে মনের সুখ ও আত্মার শোভা বর্দ্ধন করিবে। পুরুষদিগের সাহসে নির্ভর করিয়া স্ত্রীলোকেরা কেমন স্বচ্ছন্দে বাস করে। আবার স্ত্রীলোকদের কোমল স্বর শ্রবণ ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া পুরুষদিগের সমুদায় শ্রান্তি কেমন দূর হয়।

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের শাসন ও উপদেশে স্ত্রীলোকদিগের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। আবার মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও কন্যার ভিন্ন২ প্রীতি ভাবে সংসার কি রমণীয় জীবন কি সুখকর বেশ ধারণ করে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

কন্যার প্রতি মাতার চতুর্থ উপদেশ।

জ্ঞান ও কার্য্য

মা হেমাঙ্গিনি! গতবারে আমি তোমাকে কুসংস্কারের বিষয় কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। সঙ্ক্ষেপে তাহার বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে তোমার মন ভবিষ্যতে আর ভ্রমে আচ্ছন্ন হইবে না, এবং ভাল মন্দ সত্য অসত্য বিষয় সকল অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু মন হইতে শুদ্ধ কুসংস্কার সকল দূর হইলেই মনে করিও না যে বিজ্ঞ ও সৎ মনুষ্য হওয়া হইল, কুসংস্কার শূন্য হইলেই যে মনুষ্য মহৎ ব্যক্তি হয় এমত নয়। মনুষ্য কুসংস্কার শূন্য হইলে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা বিচার করিতে সমর্থ হয় ইহা সত্যবটে, কিন্তু যিনি যে বিষয় ভাল বলিয়া জানেন অথচ কাজে তাহা করেননা, কিম্বা যিনি কোন বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করেন না, তাহার কুসংস্কার শূন্য হইয়াও যে ফল, না হইয়াও সেই ফল।

কারণ যেরূপ জ্ঞান জন্মে সেই রূপ যদি কাজ না হয় তবে সে জ্ঞানে কি ফল? মনে কর, আমি এক জন মুর্খ ব্যক্তি আর এক জন অতি বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত; সুতরাং তিনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়ের সদ্বিচার করিতে সমর্থ. আমার অপেক্ষা তাহার বাক্পটুতা আছে. আমার অপেক্ষা তিনি সর্ব্বাংশে জ্ঞানবান্। কিন্তু তাহার যে রূপ জ্ঞান তাহার মত কাজ নয়। তিনি অপর লোকদিগকে উপদেশ দেন মিথ্যা কথা বলা অতি অন্যায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং কার্য্যে শত সহস্রবার মিথ্যা কথা কহেন, তিনি মুখে বলেন দুঃখিলোকদিগের প্রতি দয়া করা উচিত, কিন্তু কাজের সময় দুঃখিলোকদিগকে দেখিলে দয়া প্রকাশ করেন না, তিনি উল্টা রূপে

জানেন যে অকারণে রাগ করা অনুচিত, কিন্তু অতি সামান্য দোষে দাস দাসীদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। অতএব আমি মূর্খ আর তিনি বিদ্বান্ বলিয়া কি প্রভেদ হইল। আমি যেমন বুঝি সেইরূপ কার্য্য করি, আমার মুখে এক রকম কাজে অন্য রকম নয়, কিন্তু তিনি ভিতরে এক রকম ও বাহিরে অন্য রকম হইয়া প্রতারকের ন্যায় কার্য্য করেন। তাঁহাকে ছদ্ম বেশধারী বহুরূপী বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য না করিলে তাহাতে অধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। যিনি জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য না করেন তিনি লোকের নিকট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হন না, বরঞ্চ সকলে তাহাকে ভণ্ড ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া থাকে।

আমাদিগের এই ভারতবর্ষের এক্ষণে উত্তমরূপ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে, এখন অনেক লোক বিদ্বান্ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে না ইহার কারণ কি? ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোক সকল যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে সেরূপ কার্য্য সকল করিতেছে না। ইহাদিগের বক্তৃতাই সর্ব্বস্ব, কাজ কিছুই নয়। একারণ এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের এই অপবাদই হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগের "কাজ অপেক্ষা কথা অধিক।"

আমাদিগের দেশের কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি না বুঝিয়াছেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক; কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোকই আপন আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে মূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন না। তাঁহারা আবার আপনাদিগকে সভ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হায় কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদিগের দেশের লোক সকল জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্রূপ কার্য্য না করাতে দেশের কত অমঙ্গল হইতেছে। প্রিয়ে কুমারি। তুমি যদি আমাকে বল যে আমি কারপেটের ফুল বুনিতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমি যদি তোমাকে ফুল বুনিতে বলি এবং তুমি তাহা বুনিতে না পার তাহা হইলে তোমার ফুল বুনিতে শিখা যেমন কোন কর্ম্মের হয় না, সেইরূপ যে সকল জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিবে তাহার মত কার্য্য করিতে না পারিলে সে জ্ঞান ও উপদেশ লাভে কোন ফল নাই। অতএব বাছা যে রূপ জ্ঞান লাভ করিবে সেই রূপ কার্য্যও করিবে। আমি এমন অনেক বালক বালিকা দেখিয়াছি তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করে—'সকলকে ভাই ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়, দীন হীন অন্ধ জনদিগের সাধ্যমত উপকার করা কর্ত্তব্য, কোন

জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না'; কিন্তু তাহারা যে মাত্র বিদ্যালয় হইতে বাটী আসে তৎক্ষণাৎ হয়ত কোন খাবার দ্রব্য কিম্বা খেলিবার বস্তুর জন্য ভাই ভগ্নী, মাতা পিতাকে কটুবাক্য কহে, এবং পক্ষীর বাসা হইতে পক্ষিশাবক আনিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয় এবং পথিমধ্যে অন্ধ ব্যক্তিকে দেখিলে 'কাণা' বলে কিম্বা তাহার গাত্রে কোন দ্রব্য ছুড়িয়া দিয়া তাহাকে মনোদুঃখ ও কষ্ট দেয়। এপ্রকার অসচ্চরিত্র বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা নিরর্থক। তাহাদিগের পিতা মাতা বৃথা তাহাদিগের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যে প্রকার শিক্ষা পাইবে সেইরূপ কার্য্য যদি বাল্যকাল হইতে করিতে চেষ্টা না কর তবে বয়স বৃদ্ধি হইলে অত্যন্ত জ্ঞান লাভ করিলেও তাহার মত কাজ করিতে কখন পারিবে না। কারণ বাল্যকাল একটি কোমল লতার ন্যায়। যেমন লতাকে যেদিকে নোয়াইতে ইচ্ছা কর সেই দিকেই অনায়াসে নোয়ান যায়, সেইরূপ লতার ন্যায় কোমল স্বভাব বাল্যকালকে যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকে যায়। যদি বাল্যকাল হইতে সদুপদেশের মত কার্য্য করিতে চেষ্টা কর তবে চিরকালই সদুপদেশ সকল পালন করিতে ইচ্ছা হইবে; কিন্তু যেরূপ শিক্ষা পাইবে বাল্যকাল হইতে যদি তাহার মত কার্য্য না কর তাহা হইলে চিরকাল অসৎ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! সাবধান হও, দেখিও যেন দুষ্ট বালক বালিকাদিগের সঙ্গে থাকিয়া উপদেশ সকল লঙ্ঘন করিও না। যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, তাহার অন্যথা কদাচ করিও না। জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাহার মত কাজ না কর তবে বিদ্যা শিক্ষা করায় কোন প্রয়োজন নাই, সেরূপ বিদ্যা লাভ করিয়া কি ফল হইবে? শুদ্ধ জ্ঞানবান্ এমন লোক আমারদিগের দেশেতে সহস্র২ আছে, তাহারদিগের দ্বারা অপকারভিন্ন উপকার হইতেছে না। কারণ মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকেরা বিদ্বান্ লোকদিগকে অন্যায় কর্ম্ম সকল করিতে দেখিয়া মনে করে অতবড় বিদ্বান্ লোক এইরূপ কর্ম্ম করিতেছে তবে আমরা মূর্খ লোক কেন না করিব?

তাহাদিকে যদি কোন সদ্ব্যক্তি বলেন তোমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় কর তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দাও কেন? দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। তাহাতে তাহারা উত্তর করে যে "ইস্ ইনি বড় বিদ্বান্ হয়েছেন? অমুক ঘোষের মত, কি অমুক বাবুর মত কেহ বিদ্বান্ আছেন? তাহাদিগের কাছে আপনারা ত দাঁড়াতে পারেন না।" তারা যায় মা বাপের

শ্রাদ্ধ করিয়া কত শত ব্রাহ্মণদিগকে দান কচ্ছেন, তাতে আমরা কর্‌ব তার আবার কথা?"

হেমাঙ্গিনি! বাছা বুঝিয়া দেখ যাহারা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত কিছুই কাজ করেন না তাহাদিগের অসৎ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা কত ব্যক্তি অসৎ কর্ম্ম শীল হইতেছে। অতএব বাছা! বার বার তোমাকে উপদেশ দিতেছি যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা পাইবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, নতুবা তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া কোন সুখোদয় না হইয়া কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে।

ধন উপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায় বিদ্যা। দরিদ্র ব্যক্তিও বিদ্যাদ্বারা ধনবান হইতে পারেন। অতএব যাহারা বিদ্বান্ হইয়া দুশ্চরিত্র হয়েন তাহাদিগের ধন দ্বারা কেবল দুষ্কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। এ নিমিত্ত অগ্রে বলা হইয়াছে বিদ্বান্ হইয়া যদি সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র না হয় তবে সে বিদ্যা দ্বারা কেবল দুঃখ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রধান কার্য্য আপনার উন্নতি সাধন করা। কিন্তু উন্নতি সাধন কি কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে হয়? না বহুবিধ পুস্তক পড়িলে হয়? না বড় বড় সভায় বড় বড় বক্তৃতা করিতে পারিলে হয়?

এসকলের দ্বারা যথার্থ উন্নতি হয় না। যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যেমন জ্ঞানের চর্চ্চা তেমনি কাজের আলোচনা চাই। একজন ব্যক্তির গাত্রে পঙ্ক লাগিয়াছে, তিনি উত্তমরূপ জানেন যে পাঁক গাত্র হইতে ধুয়ে না ফেলিলে গাত্র অতিশয় দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার থাকিবে, কিন্তু তিনি কাজে তাহা করিলেন না। অতএব তাহার এপ্রকার জানাতে কোন ফল হয় না; যেমন দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার গা পূর্ব্বে ছিল সেই রূপই থাকে। সেইরূপ যিনি জানেন যে সত্যবাদী হওয়া উচিত, ধর্ম্মকর্ম্ম শীল হওয়া কর্ত্তব্য; কাম ক্রোধ লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা ইত্যাদির বশীভুত হওয়া অন্যায়, পরোপকার সাধনে এবং বিশুদ্ধ চরিত্র করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কার্য্যের সময় সেরূপ কিছু করেন না, তিনি আপনার উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। অতএব আপনার যথার্থ উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকিলে যেমন "জ্ঞান শিখিবে তেমনি কাজ করিবে"।

শ্বেত ভল্লূক।

উত্তর হিমসাগরে গ্রীন্‌লণ্ড নামে একটি দ্বীপ আছে। এখানে শ্বেতবর্ণের ভালুক সকল দেখিতে পাওয়াযায়। আমরা এদেশে যে সকল ভালুক দেখি, ইহারা তাহাদের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং



দেখিতেও অতি সুন্দর। ইহারা মৎস্য এবং অন্য জলজন্তু সকল আহার করে। ইহারা কখন স্থলে থাকে, কখন বা উত্তর মহাসাগরে অনেক দূরে বরফরাশির উপরে ভাসিতে থাকে। অত্যন্ত শীতল বরফের উপর থাকিতে হয় বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘন লোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন তাহাতেই ইহারা সচ্ছন্দে বাসকরে, কোন ক্লেশই পায় না।

শ্বেত ভল্লুকদের সন্তানের প্রতি অতি আশ্চর্য্য স্নেহ। বিলাতের কতকগুলি লোক সুমেরুর* নিকট জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল পরে প্রকাশ করিতেছি। পাঠিকাগণ! তোমরা ইহাতে পশুদিগের মনেরভাব অনেক বুঝিতে পারিবে।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এমত সময়ে মাস্তুলের উপর হইতে এক ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, বরফের উপর দিয়া তিনটি ভালুক অতি দ্রুত বেগে আসিতেছে এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে জাহাজের নিকট আসিবারই উপক্রম করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ আর আর সকল লোককে সংবাদ দিল।

জাহাজের লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে একটা সিন্ধুঘোটক * মারিয়াছিল এবং বরফের উপর তাহার মাংস দগ্ধ করিতেছিল ভালুকেরা তাহারই গন্ধ পাইয়া আসিতেছিল।

ইহাদের মধ্যে একটি ভল্লুকী, এবং আর দুইটী তাহার শাবক। তাহারা অগ্নির দিগে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল এবং জ্বলন্ত শিখার মধ্য হইতে মাংস বাহির করত লোলুপ † হইয়া আহার করিতে লাগিল।

জাহাজের লোকেরা কৌতুক দেখিবার জন্য সিন্ধুঘোটকের মাংস থাবা থাবা করিয়া বরফের উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল। ভল্লুকী একা সে গুলি কুড়াইতে লাগিল। পরে একদিগে আপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া শাবকদিগকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

অতঃপর ভল্লুকী যেমন শেষ বার মাংস খণ্ড লইতে আসিবে, জাহাজের লোকেরা শাবক দুটীকে গুলিকরিয়া মারিয়া ফেলিল; ভল্লুকীও একটি গুলি খাইয়া গুরুতর আঘাত পাইল, কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। এখন

* পৃথিবীর উত্তর সীমা। বা, বো ৯ সংখ্যা ৭১ পৃ, দেখ।

* চারুপাঠ প্রথমভাগে এই জন্তুর সবিশেষ বিবরণ আছে।

† লোভী, পেটুক।

সে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল কিন্তু তথাপি মাংসখণ্ড অতি যত্নের সহিত মুখে করিয়া চলিতে ছাড়িল না। পরে পূর্ব্বের মত তাহা ভাগ ভাগ করিয়া শাবকদের সম্মুখেরাখিল। কিন্তু দেখিল তাহারা আর খাইতে আইসে না তখন সে থাবা দিয়া আগে একটিকে পরে অন্যটিকে নাড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগকে উঠাইবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইসময়ে সে অতি কাতরভাবে আর্ত্তনাদ* করিতে লাগিল। কিন্তু যখন কিছুতেই তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাইল না, তখন ফিরিয়া চলিল। একটু দূরে গিয়া পাছুদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া গোরাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেই স্থির থাকিতে পারিল না। আবার আসিয়া তাহাদের শরীরের চারিদিক্ শুঁকিতে লাগিল এবং আহত স্থান চাটিতে আরম্ভ করিল। পরে আর একবার ফিরিয়া চলিল। কিন্তু গুড়ি মারিয়া কয়েক পা গিয়াই পুনর্ব্বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাৎ করিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ অস্পষ্টস্বরে রোদন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন দেখিল তাহার শাবকেরা, তথাপি তাহার পাছু পাছু যায় না, তখন সে আবার ফিরিয়া আসিল এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত প্রথমে একটি পরে অপরটির চারিদিক্ থাবাদিয়া নাড়িতে এবং অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অবশেষে যখন তাহাদিগকে এককালে অসাড় এবং নির্জীব দেখিল, তখন হতাশ হইয়া জাহাজের দিকে মাথাটি তুলিয়া রহিল। বোধ হইল যেন হত্যাকারীদিগকে অভিশাপ দিতেছে। জাহাজের লোকেরা আর বিলম্ব না করিয়া তাহার উপর গুলিবৃষ্টি করিল। হতভাগ্য ভল্লুকী শাবক দুটির মধ্যস্থলে পতিতহইল এবং তাহাদিগের শরীর লেহন * করিতে২ প্রাণত্যাগ করিল।

* অস্পষ্টস্বরে রোদন।

* স্নেহের সহিত চাটিতে২।

উন্নতি।

পৃথিবীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কি পর্ব্বত নিবাসী অসভ্য জাতি, কি সভ্য ইংরেজ, কি বাঙ্গালী সকলেরই দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিসে সদ্বিষয়ের উন্নতি ও অসদ্বিষয়ের দুর্গতি হয়, এখন প্রায় সকল লোকের এইরূপ কামনা হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগা বামাগণেরও অবস্থা এখন পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বামাগণ! তোমাদের দুঃখ নিশা দিন দিন অবসান হইয়া সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইতেছে।

এখন সকলেই তোমাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া কায়মনোবাক্যে তোমাদিগের দুঃখমোচন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তোমাদিগকে বিদ্যা ধর্ম্মে ও ধন মানে সৌভাগ্যবতী করিবার মানসে কত জ্ঞানবান্ লোক কত উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, কত লোক স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়, স্ত্রীবিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন, কত ব্যক্তি তোমাদিগের পাঠের উপযোগী পুস্তক সকল প্রচার করিতেছেন, কত সচ্চরিত্র সাধু তোমাদিগের আত্মার উন্নতির নিমিত্তে স্থানে স্থানে উপাসনালয় স্থাপন করিতেছেন, কত লোক ঈশ্বর নিয়মের অনুকূল বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে যত্নবান হইতেছেন। এত দিনের পর তোমাদের দুঃখ দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে। হায়! এদেশের সরলা স্ত্রীগণের কি কষ্ট না সহ্য করিতে হয়। তাঁহাদিগের যত দিন স্বামী বর্ত্তমান থাকে তত দিন আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলেই কি শ্বশুর কুলের কি পিতৃকুলের কি মাতৃকুলের সকল লোকই তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট প্রদান করে। একেত বিদ্যা ও ধর্ম্মোপদেশবিহীনা, অবলা বিধবাগণ স্বামীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অস্থির, তাহাতে আবার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিবারের যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতে হয়। আহা! তাঁহাদিগের দুঃখ দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে এক বিন্দুমাত্রও জল না আইসে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতে কত অপকার ও প্রচলিত থাকাতে যে কত উপকার তাহা অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারেন। এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের বিদ্যা ধর্ম্ম হীনা অবলা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ কার্য্যে প্রচলিত করিতে আর কাল বিলম্ব না করেন।

পাঠিকাগণ! এই বামাবোধিনীতে যখন বিবাহের বিষয় লেখা হইবে তখন বিধবাবিবাহের বিষয় ভালরূপ করিয়া লেখা যাইবে। সাপ্রতি একটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ নূতন সংবাদ মধ্যে প্রকাশ করা হইল; পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইবে।

কুসংসর্গ।

বাল্যকালে যাহারা যে রূপ সংসর্গে থাকে তাহারা সেইরূপ চরিত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে সকল বালক বা বালিকা অসৎ সঙ্গে থাকে তাহারা অসৎ হয় আর যাহারা সৎ সংসর্গে থাকে তাহারা সৎ হয়। অতএব যাহাদের সৎ হই-

বার ইচ্ছা আছে তাহাদের সকলেরই সৎসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ। যেমন এক কলসী দুগ্ধে একটু দধি বা অন্য কোন মন্দ দ্রব্য প্রদান করিলে সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ কোন সংসর্গে একজন মাত্র অসৎ লোক থাকিলেও সকলের চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য সকলেরই প্রথম হইতে কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহারা সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গে থাকে (কিন্তু বাস্তবিক নিজে তাহারা অসৎ নহে) লোকে তাহাদিগকে অসৎ মনে করে। যদিও তাহাতে তত দোষ নাই কিন্তু অসৎ সঙ্গে থাকিলে প্রায় সকলেরই চরিত্রদূষিত হইতে পারে। অসৎসঙ্গেথাকিলে যে চরিত্র মন্দ হয় তাহার কারণ এই—

১ম। অভ্যাস।—যদি কোন স্বাভাবিক সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসৎ সঙ্গে থাকে তাহারও চরিত্র দূষিত হয়। মনে কর কোন ব্যক্তির শৈশব কালে সুরাপানে অত্যন্ত দ্বেষ ছিল কিন্তু সে যদ্যপি মদ্যপায়ীদিগের সংস্রবে থাকে তবে তাহারও অভ্যাস বশতঃ সুরাপানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। স্বভাব সকলের চেয়ে প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহারও অন্যথা দেখা যায়। মনুষ্যের মনে এক প্রকার স্বাধীন ভাব আছে, তাহা দ্বারা মনুষ্য সৎ, অসৎ দুই পথেই যাইতে পারেন। স্বাধীন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইতর জন্তুদিগকে যদি অভ্যাস করান যায় তাহা হইলে তাহাদিগকেও আপন আপন সংস্কারের বিপরীত কাজ করিতে দেখা যায়। কত কত কুকুর, বিড়াল, সিংহ ও ব্যাঘ্রকে আপনার হিংস্রস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখা ও শুনা গিয়াছে।

চরিত্র মন্দ হইবার কারণ যেমন কুসংসর্গ এমন আর দ্বিতীয় নাই। কত কত নীতিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি কুসংসর্গের অনেক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকানেক সুশিক্ষক অসৎসঙ্গকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ভুরিভুরি উপদেশ দিয়াছেন। আপন আপন সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের প্রথম হইতে সন্তানগণকে সৎ সঙ্গে থাকিতে এবং অসৎ সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এতদ্দেশের অনেক অশিক্ষিত লোকে সন্তানের সংসর্গ বিষয়ে তাদৃশদৃষ্টি রাখেন না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের এ বিষয়ে কিছু মাত্র যত্ন বা মনোযোগ দেখা যায় না। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে মাতা স্বয়ং গল্প ও খেলা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট এবং মিথ্যা কথন, প্রতারণা, হিংসা, কলহ প্রভৃতি

কুকর্ম্ম করিয়া কন্যা ও পুত্রগণের আদর্শ*স্বরূপ হন এবং মাতৃ সঙ্গই তখন তাহাদের অসৎ সঙ্গের ন্যায় হয়।

অসৎ সঙ্গে থাকিলে মন্দ হইবার আর একটী প্রধান কারণ অনুচিকীর্ষা †। যে যেমন সংসর্গে থাকে সে সেইরূপ দোষ গুণ সকল গ্রহণ করে। বিশেষতঃ সন্তানেরা শৈশব সময়ে পিতা মাতাকে যে রূপ কাজ করিতে দেখে সেইরূপ করিতে শিক্ষা করে, সুতরাং সন্তানগণ যদি মাতাকেই কড়ি খেলিতে, মিথ্যাকথা কহিতে এবং গল্প ও কলহ করিয়া সময় নষ্ট করিতে দেখে তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপে গৃহে মাতাই সন্তানগণের মন্দ আদর্শ হইয়া তাহাদের অসৎ চরিত্রের কারণ হন।

এদিকে আবার বাহিরে সন্তানেরা সহচরদিগের সহিত কিরূপ ক্রীড়া কৌতুক করে ও শিক্ষকদিগের কাছে কিরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পায় তাহার তত্ত্ব লয়েন না। অনেকে আপন সন্তানকে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, সেখানে সন্তান কিরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার অনুসন্ধান করেন না। তথায় বালকেরা গুরুমহাশয়ের অসৎ উপদেশ এবং পাঠশালায় মন্দ বালকদিগের সংসর্গ দোষে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইয়া আপন আপন পিতা মাতাকে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতিফল দেয়। এইরূপ কুসংসর্গ দ্বারা কত কত বালক অসৎ হইয়াছে এবং কত পিতা মাতার শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অতএব সকলেরই স্ব স্ব সন্তানগণের সংসর্গ ও চরিত্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বামা হিতার্থীর আশা।

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বর প্রসাদে পেলে সন্তান সন্ততি,
তাঁহারপদেতে আগেকরিবে প্রণতি
জানিবেন আপনার গুরুতর ভার,
সাবধানে পালিবেন কুমারি কুমার ॥
শরীররক্ষার তরে সতেক যতন,
মনের উন্নতি হেতু আরো প্রাণপণ ॥
তয় লোক বাল্যহতে শিক্ষা সাহিপায়
সত্যপথে তাহাদের মন যাতে যায় ॥
এইরূপ উপদেশ গল্প নানা মত,
করিয়া শিশুর আত্মা করিবে উন্নত ॥
গৃহিণী হইয়া সব গৃহ কার্য্য ভার,
সুনিয়মে সুখে দুঃখে করিবে সুসার
পরহিংসা পরগ্লানি করি পরিহার,
সাধ্যমত করিবেন পর উপকার ॥
পরিবারে যদি কেহ হয় দুরাচার,
সাবধানে ধর্ম্ম পথে করিবে উদ্ধার ॥
বৃথা ধন মান লাভে না করি যতন,
করিবে সংসার ধর্ম্ম ধর্ম্মের কারণ

---

*যাহা দেখিয়া কোন বিষয় শেখে তাহাকে আদর্শ বলে।

† যাহা দ্বারা কোন বিষয় দেখিয়া ঠিক সেই রূপ করিতে পারাযায় সেই গুণ তাকে অনুচিকীর্ষা বলে।

সব কর্ম্মে ঈশ্বরেতে রাখিবেক মন,
তাঁর প্রিয় কার্য্য সদা করিবে সাধন
কভু সুখ কভু দুঃখ সংসার লক্ষণ,
আয় বুঝে ব্যয় করি রবে সুখী মন ॥
লোক লৌকিকতা তরে করি আড়ম্বর
না করিবে ঋণ ভারে পতিকে কাতর ॥
ঘোরতর দুঃখ যদি করয় পীড়ন,
ধীর মনে দৃঢ়পণে করিবে বহন ॥
নারায়ণতে দ্বিপ্রহরে শাকান্ন আহার
ধন্য বলি বিভু পদে দিবে নমস্কার ॥
স্বামীর যদ্যপি হয় সম্পদ অতুল,
একবারে তাহাতে না হইবে বাতুল ॥
পরিমিত ব্যয় যত্ন করি সমাধান।
নানামতে জগতের সাধিবে কল্যাণ ॥
সম্পদ বিপদ যিনি করেন প্রেরণ,
সমভাবে সদা তাঁকে রাখিবেক মন ॥
কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিত মনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা ॥
জ্ঞানশিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেন দান,
প্রাণপণে স্বজাতির সাধিবে কল্যাণ ॥
বিবাদ কলহ স্থানে হইবে সদ্ভাব
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ ॥
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারীসব ॥
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সাধু, চেষ্টা প্রীতি, কৃতজ্ঞতা
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহ লক্ষ্মীসম শোভা করিবে ধারণ ॥
কবে অন্তঃপুরে হবে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বরপূজা নানা সাধু কাজ ॥
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠহার ;
ধর্ম্মের অধীনা নারী হইবে স্বাধীন
মনের আনন্দে সুখী রবে চিরদিন ॥

নূতন সংবাদ।

১ম।—ঈশ্বর প্রসাদে আমাদের এই বামাবোধিনী কয়েকটি সুহৃদের অপ্রতিহত যত্নে গত বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া এই শ্রাবণ মাসে এক বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইল।

২য়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সম্প্রতি ঢাকায় একটি স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বালিকাবিদ্যালয়ের ন্যায় স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখন স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বিগত ১৭ ই আষাঢ় তারিখে খাঁটুরা গ্রামের উত্তর বাগাঁচড়া নামক গ্রামে একটি স্ত্রীবিদ্যালয় ও একটি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালিদিগের যে রূপ মনের ভাব তাহাতে বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় যেখানে সেখানে প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া কোন মতে উচিত বোধ হয় না। কারণ সচ্চরিত্র সাধুভিন্ন প্রায় কাহারও চরিত্রের উপর ভালরূপ বিশ্বাস করা যায় না।

কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মবন্ধু সভা বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা যে রূপ পদ্ধতি ক্রমে চালাইতেছেন এখন স্থানে স্থানে সেই রূপ পদ্ধতি

অনুসারে যাহাতে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা হয় সেই রূপ সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষদিগের মন বিশুদ্ধ না হইবে ততদিন তাহাদিগকে এক সঙ্গে এই ভয়ানক সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতে যুক্তি সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে লইয়া গেলে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এ রূপ মনে করা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক।

মনুষ্যের দুই প্রকার স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু আন্তরিক স্বাধীনতাই কঠিন। এই হেতু আত্মার স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা, ঈশ্বরের অধীন হইয়া মনের প্রবৃত্তি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যথার্থ স্বাধীনতা। অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে যদি পুরুষেরা প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারেন তবে স্ত্রী লোকেরা কেন যাইতে পারে না। তাহার উত্তর এই যে, এই বঙ্গদেশে স্বাধীন পুরুষ অতি অল্প ও বিরল। যে ব্যক্তি মনের প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া ঈশ্বরের অধীন হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই কেবল স্বাধীন পুরুষ। আর সকলেই অধীন। অতএব প্রকাশ্য স্থানে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিলে যে স্বাধীন হওয়া যায় এমত নয়।

স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইলে যখন কিছু মাত্র উপকার না হইয়া কেবল অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তখন প্রকাশ্য স্থলে যাওয়া কি প্রকারে ন্যায় সঙ্গত হইতেপারে। অতএব ইহাকে যথার্থ স্বাধীনতা না বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায়। তাহারা বাহির হইলেই ইন্দ্রিয় পরাধীন দুরাত্মারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এক কালে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব এরূপ অনুচিত কর্ম্মে এখন কাহার যোগ দেওয়া উচিত বোধ হয় না।

স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে বাহির করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের কুৎসিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মোপদেশে তাহাদিগের কোমল মনকে অটল করা কর্ত্তব্য। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ পরিচ্ছদ ও যেরূপ সরল অন্তঃকরণ তাহাতে তাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অসৎ ব্যক্তিগণের দ্বারা অনায়াসে কুপথে আনীত হইতে পারে। এজন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভার প্রণালী অনুসারে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ যুক্তি সঙ্গত বোধ হয়।

সম্প্রতি ঢাকার ঐ স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে পরীক্ষার ফল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হওয়া গেল। ঈশ্বর করুন যেন ঐ স্ত্রীবিদ্যা-

লর সচ্চরিত্র সাধুদিগের নিয়মাধীন থাকিয়া দিন দিন উন্নতিশীল হয়।

৩।—সতীত্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন স্ত্রীর বীরত্ব।

অহম্মদাবাদের* নিকট কোন গ্রামে একটি গৃহস্থের কন্যার সহিত একটি ভদ্রলোকের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটি যাবৎ শিশু ছিল ততদিন মাতৃগৃহে বাস করিত; পরে বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বামী এক দিবস তাহাকে আপন বাটীতে আনিতে যায়। স্ত্রীকে লইয়া বাটী আসিতেছে এমন সময় পথি মধ্যে কোন জমীদার ঐ স্ত্রী লোকটীর রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া জনৈক লোকদ্বারা তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া কোন গৃহ মধ্যে বদ্ধ করেন। পরিশেষে ঐ দুরাত্মা পাষণ্ড আপন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন মানসে গৃহে প্রবেশ করিলে ঐ সতী নারী একখান তরবার দ্বারা এক কালে তাহার শিরঃ-ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না, অতঃপর অপর দুইজন দুরাত্মা যথাক্রমে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও ঐরূপে মুণ্ড ছেদন করেন।

ধন্য! সেই সতী স্ত্রীর সাহস। বামাগণ। এই স্ত্রীলোকটী বিপদ কালে কেমন সাহসের কার্য্য করিয়া আপন বিশুদ্ধ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। এইরূপ বিপদকালে সাহস প্রকাশ করাই প্রশংসার কার্য্য।

৪র্থ।— সুবিখ্যাত হেয়ার সাহেবের নামে কতকগুলি টাকা সঞ্চিত আছে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারেন ঐ টাকা হইতে তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তৎকার্য্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না, এনিমিত্ত কলিকাতার মিযতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় মানস করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তক সকল রচনা করিবেন ঐ টাকা হইতে তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়াহয়। এইবিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সংপ্রতি একটী সভা হইবে।

আমাদিগের মতে প্যারিচাঁদ বাবুর উদ্দেশ্যটী অতি উত্তম হইয়াছে। তদনুরূপ কার্য্য হইলে অধিক উপকার দর্শিতে পারে।

বামাগণের হিতার্থে যিনি যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন তিনিই বামাবোধিনীর পরম হিতকারী সুহৃদ।

৫।—কলিকাতার কোন ভদ্র লোকের গৃহে স্ত্রীগণের উপাসনার নিমিত্ত একটী উপাসনালয় সংস্থাপিত হইবে।

বাগআঁচড়া গ্রামের স্ত্রীলোক দিগের উপাসনার নিমিত্ত একটী

*ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে সিন্ধু নদীর সন্নিহিত গুজরাট উপদ্বীপের রাজধানী।

উপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সুচারুরূপে ঈশ্বরেরউপাসনা কার্য্য চলিতেছে। তাহাদিগের মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ভাব এরূপ প্রবল হইয়াছে যে তাহারা কোন স্থানে ঈশ্বর বিষয়ক কোন কথা বা সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগকরিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করে। এমন কি উপাসনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহারা কলহ বিবাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

৬ষ্ঠ।—কিছুদিন গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ঢাকায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন কারবার উদ্দেশ্য এই যে ঐ বিদ্যালয়ে বয়স্থা স্ত্রীগণ উত্তম রূপ শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

দেশীয় শিক্ষয়িত্রীর অতিশয় আবশ্যকতা হইয়াছে। এখন যেসকল বালিকাবিদ্যালয় দেখা যায় তাহাতে হয় সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষকতা করেন, নয় বিবি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। বিবি শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিল্পকর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু লেখাপড়ার ভালরূপ উপকার হয় না। যদি ঢাকার ঐ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা স্ত্রীগণ উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন্ তাহা হইলে এদেশের অশেষ মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে।

৭ম।—বিগত ১৯ শে শ্রাবণ মঙ্গলবাররাত্রে কলুটোলায় শ্রীযুক্ত কিশোরি লাল মৈত্র মহাশয়ের বাসায় চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত * * * মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কামিনী দেবীর সহিত জিলা যশোহরের অন্তর্গত মামুদপুর নিবাসী মৃত গঙ্গানারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ গুপ্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে ভিন্ন জাতিতে শুভ বিধবা বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কন্যার দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রথম বিবাহ হয় এবং ঐ বৎসরেই তিনি বিধবা হন্। এখন তাহার প্রায় ১৭ বৎসর বয়স। পার্ব্বতী বাবুর বয়স প্রায় ২৪ বৎসর। এই তাঁহার প্রথম বিবাহ। কন্যার পিতা বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে ভিন্ন জাতির সহিত ভিন্ন জাতির বিবাহের এই প্রথম সূত্রপাতহইল। বিধবাদিগেরপুনর্ব্বার বিবাহদিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহনরায় সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাব করেন। তৎপরে সুবিখ্যাত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও কার্য্যে

পরিণত করিবার নিমিত্ত কত কষ্ট ও কত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনপর্য্যন্তও বিধবাবিবাহ প্রচার করিতে যত্নের ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ভিন্নজাতিতে বিবাহ দিবার প্রথা এই ১৯ শে শ্রাবণ প্রথম প্রচলিত করিলেন। ইনি যে বঙ্গদেশের চিরসেবিত কুসংস্কার ও বদ্ধমূল কুপ্রথাসকল ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করিয়া সত্য ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সকলেই স্পষ্ট রূপ বুঝিতে পারিতেছেন। পাঠিকাগণ। এইবিবাহটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

"শিশুপালন ১ম ভাগ. শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত মূল্য ।০ আনা এবারে স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি বামাগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

"হালিসহরের, সুরাপান নিবারণী সভার বক্তৃতা"।

'ধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা' বেহালা ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মূল্য ⁄০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

মফঃস্বল হইতে অগ্রে পত্রিকার মূল্য ও ডাকমাশুল প্রাপ্ত না হইলে প্রায় পত্রিকা যায় না।

বামাবোধিনী পত্রিকা ১১শ সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ⁄১০ আনা।

বিজ্ঞাপন

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতি করচমাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার ও তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দাসী এবং তাঁহার ভ্রাতৃ জায়া শ্রীমতী হরিসুন্দরী সরকার মহাশয়গণ সাধারণের উপকারার্থ বামাবোধিনীর ১০ম, ১১শ, ১২শ ও ১৪ শ সংখ্যক পত্রিকা পুনর্ম্মুদ্রিতকরিয়া দিতেছেন। আমরা তাঁহাদের দয়া, বদান্যতা এবং বামাগণের বিদ্যোৎসাহিতার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাচিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি।

বামাবোধিনী সভা
৫ই মাঘ
১২৭৪ সাল। } সম্পাদক।

৯৫

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

বামাগণ! বুঝে লও নিজ অধিকার,
বৃথায় জীবন যেন না হয় সংহার;
জ্ঞান রত্ন উপার্জ্জনে কর প্রাণ পণ,
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'।

১৪শ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭১। { মূল্য /১০ আনা

স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ।

পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার জগতের কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ উভয় জাতির মনোবৃত্তি সকল ভাল রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে ঐ উভয় জাতি পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মের পথে ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই স্ব স্ব উন্নতি সাধনে যত্নবান্ থাকিবে, কারণ যে কোন প্রকারে হউক মনের উন্নতি সাধন করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তি সঙ্গত। বাহ্যাডম্বর বা কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী নীচ আমোদের সহিত বিবাহের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ। এই হেতু স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ কোন প্রকার অস্থায়ী সাংসারিক সম্বন্ধ নহে। তাহাদিগের সম্বন্ধ পরম বিশুদ্ধ সম্বন্ধ।

এদেশের কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ লোকেরা স্ত্রী ও স্বামীর যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া লয়। অনেক অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি এরূপ

মনে করেন যে, স্ত্রীরা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন স্ত্রীরা কেবল দাসীর ন্যায় দিনরাত্রি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হায়! তাহাদিগের কত ভ্রম! তাহারা যথার্থ সম্বন্ধ নিজে বুঝিতে অক্ষম হইয়া পরম পবিত্র সম্বন্ধকে অস্থায়ী সাংসারিক সুখের মধ্যে গণনা করিয়া লয়।

স্ত্রীর আর একটি নাম সহধর্ম্মিণী; স্ত্রী ও স্বামী এক সঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ইহাই তাহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরেরআত্মারঅভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন; এক সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা এক সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা, এক সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান এক সঙ্গে শয়ন; এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

স্ত্রীরা উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়, স্বামীকে আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে; অধ্যয়ন ও ধর্ম্মোপদেশের সময়, ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে; গৃহকার্য্যানুষ্ঠানের সময় বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিবে; বিপদুদ্ধারের সময় উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় কৃতজ্ঞ হইবে। এই সংসারের মধ্যে স্বামীরাই স্ত্রীগণের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীরা সর্ব্বদা স্বামীদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে।

স্ত্রীরা স্বামীদিগের উৎসাহ, বল, কর্ম্মদক্ষতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আত্মাকে উৎসাহী, বলীয়ান, কর্ম্মদক্ষ, অধ্যবসায়ী করিবেন; এবং স্বামীরাও স্ত্রীগণের কোমলতা, বিনয়, লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আপনাদিগের আত্মাকে কোমল, বিনয়ী, সলজ্জ, মধুর, প্রীতিপূর্ণ, দয়ালু, স্নেহান্বিত, সানুনয় করিতে যত্নশীল থাকিবেন।

স্ত্রীরা বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়েধারণ করিয়া স্বামীর হিতের নিমিত্ত গৃহকার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিবে এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার শরীর ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে কায়মনে যত্ন করিবে। আবার স্বামীরাও তাহাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। এই প্রকারে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

পক্ষীদিগের গৃহকার্য্য প্রণালী।

ইতর জন্তুদের মধ্যে পক্ষীজাতিকে অত্যন্ত সুখী বোধ হয়। ইহাদের গঠনটি কেমন সুন্দর এবং তাহা আবার কত প্রকার বর্ণে চিত্রিত। ইহাদের স্বর কেমন মধুর। ইহারা সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পাখা দিয়া কেমন যেখানে ইচ্ছা সেই খানে উড়িয়া বেড়াইতেছে। বড়বড় জন্তুকে পদতলে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে বৃক্ষের অগ্রভাগে বসিয়া ফলভোজন করিতেছে, পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া নৃত্য করিতেছে মেঘ সকল ফুঁড়িয়া নিরাপদে আকাশ পথে বিহার করিতেছে।

মনুষ্যজাতির মত পক্ষীরাও এক প্রকার সংসারি। ইহারাও দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়াইয়া বেড়ায়। আবার স্ত্রী ও পুরুষে প্রণয় বদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর কেমন একটি আশ্চর্য্য সংস্কার* দিয়াছেন, পক্ষিণী গর্ভবতী হইলেই বাসা নির্ম্মাণের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। তখন স্ত্রী পুরুষে মুখে করিয়া কুটা বহিতে আরম্ভ করে এবং যেমন ডিম্বগুলি হইবে সেই অনুসারে বাসাটি ঠিককরিয়া তৈয়ার করে।

বড় বড় পক্ষী অপেক্ষা ছোট ছোট বিহঙ্গমদের* বাসা নির্ম্মাণ বিষয়ে অধিক কারিকুরি দেখাযায় বাবুই প্রভৃতির গৃহগুলি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কে না আশ্চর্য্য হয়েন? পাখীদের মধ্যে যাহার শরীর যত ক্ষুদ্র সে সেই পরিমাণে উষ্ণ দ্রব্য দিয়া কুলায়‡ প্রস্তুত করে। বড় পক্ষীদের অপেক্ষা ছোট পক্ষীদের ডিম্বও ছোট হয়, সুতরাং তাহাতে অধিক শীতলাগিয়া অনিষ্ট করিতে পারে এই জন্য গরম করিয়া রাখা আবশ্যক। বড় পক্ষীদের সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

পক্ষীদের নীড়ের ভিতরদিক্ কোমল পদার্থে অতি পরিষ্কার রূপে আবৃত থাকে এবং উষ্ণও থাকে অথচ সুখজনক হয় এমত কৌশলে তাহার নির্ম্মাণ হয়।

কখন কখন ইহাদের কার্য্যে বাধা পড়ে এবং তাহাতে বাসাটি মনের মত তৈয়ার হইয়া উঠে না। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে তাহা লুক্কায়িত রাখিবার জন্য পক্ষী ও পক্ষিণী অত্যন্ত যত্ন ও কৌশল প্রকাশ করে।

ইহারা বাসাটি প্রায় ঝোপ ঝাপের মধ্যে প্রস্তুত করে এবং চারিদিকে ডালপালা গুছাইয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। যদি শেওলার মধ্যে তৈয়ার করে তাহা

---

*পশু ও পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান; যাহাদ্বারা আপনাআপনি জানাযায়; বিবেচনা করিয়া লইতে হয় না।

* পক্ষীদের।

‡ পাখীর বাসাকে কুলায় বা নীড় বলে।

হইলে ভিতরে যে গৃহ আছে বাহির হইতে তাহার চিহ্নও পাওয়া যায় না। বাসার নিকটে যদি কাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে বাসার ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার এবং বাহির হইতে ভিতরে আসিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হয়। কেহ না থাকিলেও এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া যাওয়া আসা করে। যেখানে খাদ্যের অভাব না হয় এমত স্থানে আবার বাসাটি তৈয়ার করে।

ডিম্বগুলি প্রসব হইলে পক্ষিণীকেই সে সকলের উপর তা দিয়া ফুটাইতে হয়। স্ত্রীদিগের এই কষ্ট নিবারণ জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের পুরুষদিগকে গানশক্তিতে ভুষিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এক কালে তিনটি কার্য্য সাধন হয়। ১ম-পক্ষিণী যখন ডিম্বসকলের উপর তা দিতে থাকে ইহা শুনিয়া আমোদিত থাকে। ২য়—ইহা দ্বারা পক্ষীরা পক্ষিণীদিগের মনোরঞ্জন করিয়া বশ করিয়া রাখে। ৩য়—ইহা দ্বারা পক্ষিণী বিপদ্ আপদের শঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত থাকে।

ডিম্ ফুটাইবার সময় পক্ষিণী যখন বাসার মধ্যে বদ্ধ থাকে, পক্ষী নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষের উপর উপবেশন করে এবং গান ও প্রহরীর কার্য্য করিতে থাকে। পক্ষী যতক্ষণ সুমধুর স্বরে গান করিতে থাকে পক্ষিণী ততক্ষণ কোন শত্রুর আশঙ্কা করে না। কিন্তু একটু শঙ্কা হইলেই পক্ষীর উচ্চ এবং আনন্দকর স্বর হটাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পক্ষিণী আপনার এবং শাবকগুলির রক্ষার জন্য সতর্ক হয়।

শাবক পালনের ভারও মাতার উপরে পড়ে। এবিষয়ে ছোটএবং বড় পক্ষীদের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা দেখাযায়। ছোট পক্ষীদেরই যত্ন অধিক। ইহাদের মধ্যে পক্ষিণী আহার অন্বেষণে যায় এবং পক্ষী বাসা রক্ষণ করে। বড পক্ষীরা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকে তথাপি তাহাদের শাবকদের কিছু ক্ষতি হয় না।

গায়ক পক্ষীদের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য ভাব দেখা যায়। শিশু কালে ইহারা কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে কিন্তু বড় হইলে কেবল শস্য আহার করিয়া থাকে।

ডিম্ব হইতে বাহির হইলে ছোট পক্ষীদের কিছু কাল আহার আবশ্যক হয় না। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং চিচি রব ও পুনঃ পুনঃ চঞ্চু* বিস্তার করিয়া খাদ্য দ্রব্য অন্বেষণ জন্য মাতাকে ব্যস্ত করিয়া দেয়। পক্ষিণী যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, শাবকেরা পরস্পরের শরীর ঘেসা ঘেসি করিয়া রাখে এবং তাহাতে উষ্ণ হয়। যতক্ষণ মাতার স্বর শুনিতে না পায় ততক্ষণ চুপটি করিয়া থাকে, একটি শব্দও করে না।

পক্ষিণী ফিরিয়া আসিতেছে

---

*পক্ষীর ঠোঁট।

জানাইবার জন্য একপ্রকার শব্দ করে, শাবকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে এবং অমনি সকলে একত্র হইয়া আহার পাইবার জন্য চেঁচাইতে থাকে।

পক্ষিমাতা এক এক করিয়া সকলকে খাদ্য বণ্টন করিয়া দিতে থাকে। অতি অল্প অল্প পরিমাণে অনেকবার দেয়, ইহাতে শাবকদের গলায় লাগিবার কোন শঙ্কা থাকে না।

শাবকদিগকে এইরূপে ডিম্ব হইতে বাহির করিয়া এবং লালন পালন করিয়াই পক্ষীরা ক্ষান্ত হয় না। যাহাতে তাহারা আপনারা উড্ডুক্কু হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাও শিখাইয়া দেয়।

ছানাগুলির যখন ডানা ও পালক উঠে এবং তাহারা একটু একটু উড়িতে পারে, তখন বৃদ্ধ পক্ষীরা তাহাদিগকে বাসা হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক দূরে লইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে করিয়া না আনিয়া তাঁহারা আপনা আপনি আসিতে পারে এইরূপ কোশল করে। আবার কখন কখন ডানার করিয়া উপরস্থান হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং খানিক দূরে গেলেই ধরিয়া ফেলে। ঐ প্রকারে উড়িতে শিখায়।

যতদিন উড়িতে না শিখে ততদিন বৃদ্ধ পক্ষীরা শাবকদিগকে ছাড়ে না। কিন্তু যখন দেখে তাহারা আপনা আপনি উড়িতে ও চরিয়া বেড়াইতে পারে, তখন আর তাহাদের ভাবনা থাকে না। শাবকেরা যথেচ্ছা ভ্রমণ করে এবং আপনাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া সুখে কাল যাপন করে।

পক্ষীদিগের এই আশ্চর্য্য কার্য্য সকলে আমরা ঈশ্বরের অপার করুণা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। তাহাদের কি এমন বুদ্ধি, যে কেমন ছানাগুলি হইবে তাহা বুঝিয়া আগে থাকিতে বাসা বাঁধিয়া রাখিবে। ডিম্বের ভিতর কি আছে তা দিলে কি হইবে তাহাই বা তাহারা কি জানে? তিনিই তাহাদিগকে এইরূপ করিতে শিক্ষা দেন। শাবকগুলিকে আবার সুস্থ করিয়া না দিলে নয়, কেনই বা তাহারা ইহার জন্য এত ব্যস্ত সমস্ত হইবে? তাঁহারই আদেশে না করিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধি ও জ্ঞান পাইয়া মনুষ্যের পিতা মাতা সন্তানদিগের পালন ও ভাবি মঙ্গল সাধনের জন্য কি অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিবেন না? এবং মনুষ্য সন্তানেরা পিতামাতার অতুল স্নেহে লালিত পালিত হইয়া সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের করুণা কি স্মরণ করিবে না?

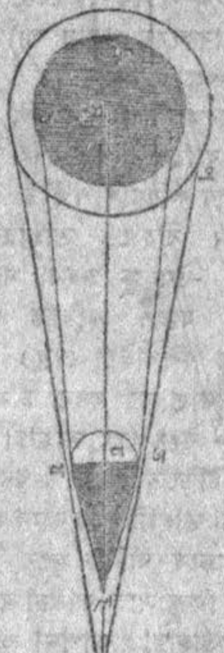
জ্যোতিষ।

সূর্য্য গ্রহণ।

গতবারে চন্দ্র গ্রহণের বিষয় লেখা হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণ কি প্রকা-

রে হয় এবার তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে। সূর্য্য নিজে যেমন তেজোময়, পৃথিবী সেরূপ নহে, এই হেতু সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যখন চন্দ্র, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আড়াল করে তখনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র অমাবস্যাতেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সকল অমাবস্যাতে সূর্য্য গ্রহণ হয় না, যে অমাবস্যাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হয় তখনই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাস হয় না। কখন কখন সূর্য্য গ্রহণের সময় সূর্য্যকে এরূপ দেখা যায় যে মধ্যস্থলে অন্ধকার ও চারি ধার আলোময়।

সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রকে যে দেখা যায় না ইহার কারণ এই যে, সূর্য্য নিজে আলোময়, চন্দ্র আলোময় নয়। সূর্য্যের আলো পাইয়া চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের যে দিক্‌টা সূর্য্যের দিকে থাকে সেই দিক্‌টা আলোময় হয় আবার যে দিক্‌টা পৃথিবী অর্থাৎ আমাদের দিকে থাকে সে দিকটা আলো না পাওয়াতে চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, এজন্য সূর্য্য গ্রহণের সময় আমরা চন্দ্রকেও দেখিতে পাই না। অপর স্তম্ভে যে ছবিটী দেওয়া গেল তাহা ভাল করিয়া বুঝিলেই সূর্য্য গ্রহণ কি প্রকারে হয় বুঝা যাইতে পারে। এই ছবিতে সূ-সূর্য্য; চ-চন্দ্র; পৃ-পৃথিবী; ত থ হ চন্দ্রের ছায়া; চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য গ্রহণ হইল।



আমাদের দেশের অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বলিয়া থাকে যে শাস্ত্রকারেরা যে রাহু-কেতু মানিতেন তাহা সত্য। তাহা যদি অসত্য হইবে তবে আমাদিগের দেশের জ্যোতির্ব্বে-

তারা রাহু কেতু মানিয়া যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন? এই ভ্রম অতি সহজে সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য কুসংস্কার-শূন্য জ্ঞানাপন্ন লোকেরা রাহুকেতু মানেন্ না তবে তাঁহারা যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন? ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ মনে করেন যে, রাহুকেতু সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়। আবার অন্য দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন যে পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়, মর্ম্ম দুয়েরই এক; তজ্জন্য গণনাও ঠিক হয়। তবে প্রভেদ এই যে আমাদিগের দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের আড়ালকে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের কারণ না বলিয়া রাহু কেতু নামে সেই ছায়ার মিথ্যা নাম কল্পনা করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর নিশ্চয় দুইটী করিয়া সূর্য্য গ্রহণ হয় এবং সমুদায়ে সাতটী গ্রহণের বেশি কখন হয় না। চারটী সূর্য্য গ্রহণ, তিনটী চন্দ্র গ্রহণ কিম্বা পাঁচটী সূর্য্য গ্রহণ দুইটী চন্দ্র গ্রহণ। আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক আঠার বৎসর এগার দিনের পর পূর্ব্বের মত ঠিক্ পুনর্ব্বার গ্রহণ হইয়া থাকে।

দেশাচার।

কুসংস্কার।

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

এদেশে কুসংস্কার দ্বারা যে কি ভয়ঙ্কর কুব্যবহার সকল প্রচলিত হইতেছে এবং তজ্জন্য যে এদেশের কি প্রকার ভয়ানক অপকার ও অনুন্নতি হইতেছে তাহা বলিয়া সমুদায় শেষ করা যায় না। এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত শিশু সন্তান অল্পবয়সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত বালক বালিকাগণ বিদ্যাভাবে বঞ্চিত ও মূর্খ হইয়া দুঃখে কাল ক্ষেপ করিতেছে এবং আপনাদিগকে ও পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবার বর্গকে দুঃখ ও দৈন্য দশায় পাতিত করিতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত লোক আপনাকে অনর্থক বিপদাপন্ন বোধ করিয়া নানা ভয়ে ভীত হইতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইয়া অল্পায়ু ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; এই কুসংস্কার দ্বারা এতদ্দেশীয় অবলারা বিদ্যাধনে অনধিকারিণী হইয়া অতিশয় দুঃখে জীবন যাপন করিতেছে এবং পিঞ্জর বদ্ধ শারিকার ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে. এই কুসংস্কার দ্বারা কত বিষয়ে নিরর্থক কার্য্য ক্ষতি হইতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত শুভকর্ম্মের ব্যা-

ঘাত হইতেছে,এই কুসংস্কার দ্বারা কত অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। বস্তুত এদেশীয় অধিকাংশ মনুষ্য কুসংস্কার বশতঃ আপনাআপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর বস্থায় ও বিপদে পতিত হইতেছে এবং নানাপ্রকার বিপরীত কাজ করিতেছে অর্থাৎ শুভ কর্ম্মকে অশুভ কর্ম্ম এবং অশুভ কর্ম্মকে শুভ কর্ম্ম মনে করিতেছে; মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করিতেছে এবং বিপদ্‌কে সম্পদ ও সম্পদকে বিপদ্ বোধ করিতেছে। কত কত নির্দ্দোষ পশু পক্ষীকে আপনাদিগের অমঙ্গলকর জ্ঞান করিতেছে এবং কত কত ভয়ানক কাল সর্পকে বাস্তু দেবতা মনে করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পোষণকরিতেছে। কত.কত যথার্থ ধার্ম্মিক স্বদেশ হিতৈষী সাধু ব্যক্তিকে কপট ও স্বদেশের অহিতকারী বোধকরিতেছে এবং কপট বেশধারীপ্রতারক গণক ও দৈবজ্ঞকে দেবতা ও অনুকুল মনে করিয়া তাহাদিগকে অর্চ্চনা ও অর্থ দান করিতেছে।

পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে, যে দেশে যত বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া থাকে সেই দেশে কুসংস্কার তত বিরল দেখা যায়। আমাদের দেশে যে এত কুসংস্কার, বিদ্যা শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ, এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া না জানাতে তাহাদিগকে অধিক কুসংস্কারাপন্ন দেখায়ায় ও তাহাদিগকে যত ভূত পেৎনী প্রভৃতিতে পায় এমত আর কাহাকেও নহে। এবং তাহারা সন্তান দিগকে,নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে ও কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়াতে তাহারা বাল্যাবধি চির কাল ভীরু, সাহসহীন ও কুসংস্কারাপন্ন হয়। সেই সমস্ত অসৎ সংস্কার ও ভয় তাহাদের এমন হৃদয়ঙ্গম হয় যে বড় হইয়া নানা বিধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহা তাহাদের মন হইতে শীঘ্র অপনীত হয় না; অতএব সন্তানগণকে 'ঐ ভয় জুজু কানকাটা' ইত্যাদি অনর্থক ভয় দেখান উচিত নহে। যদি আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা উত্তমরূপে প্রচলিত হয় তাহা হইলে,এই সকল অনিষ্ট ক্রমে ক্রমে দূর হইতে পারে। যদি আমাদের দেশে বিবিধ বিদ্যার অধিকতর আলোচনা হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কুসংস্কার তিরোহিত হইতে পারে, যদি আমাদের দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা উত্তমরূপে প্রচার হয় তাহা হইলে রাহুরগ্রাস শনির দৃষ্টি, বারবেলা নক্ষত্রপাত ও শুভাশুভ দিন নির্ণয় ইত্যাদি এইসকল কুসংস্কার দূর হইতে পারে। যদি এদেশে পদার্থবিদ্যা উত্তমরূপে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আর ভূত, প্রেত, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, পবন প্রভৃতির গল্প কথা সকল শুনা যাইবে,না। এদেশীয় লোকেরা যদি রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করে তাহা হইলে তাহারা

বাজি, মন্ত্র ও গণনা প্রভৃতিতে আর বিশ্বাস করিবেনা এবং যদি আর বিদ্যা শিক্ষা করে তাহা হইলে ভূত ঝাড়ন, ডাইনে খাওয়া বিষনামান প্রভৃতির প্রতি সকলের অনাস্থা জন্মিবে। যদি সকলে ভূতত্ত্ববিদ্যা অবগত হয় তাহা হইলে ভূমিকম্পের যাথার্থ কারণ জানিতে পারিয়া বাসুকী, মহীরাবণ প্রভৃতিতে আর বিশ্বাস করিবেনা। কতদিনে আমাদিগের দেশে যে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

হায়! কবে আমাদের সেই সুখের সময় আগত হইবে, যে সময়ে আমাদের দেশ হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর হইবে ও সকলের হৃদয় জ্ঞানরত্নে ভূষিত হইবে। এবং পিতা ও কন্যা, ভ্রাতা ও ভগ্নী, স্বামী ও স্ত্রী সকলে পরস্পর বিদ্যানুশীলনে ও বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথনে অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিবে। আহা! তাহা স্মরণ করিলেও অন্তঃকরণে কি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয় তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এক্ষণে আমাদের দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইতেছে। অধুনা সভ্য ইংরাজ রাজার সাহায্যে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে, এখন লোকের বিদ্যানুশীলনে অনুরাগ বাড়িতেছে, স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। এখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতেছে; এবং নানা প্রকার সুরীতি সকল চলিত ও কুরীতি সকল রহিত হইতেছে। ফলতঃ এক্ষণে আমাদের মনে এই আশালতা অঙ্কুরিত হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আমাদিগের এই হতভাগ্য বঙ্গ ভূমির মলিন মুখ উজ্জ্বল ও দুরবস্থা দূর হইবে এবং আমাদের এই জন্মভূমি ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। বামাগণ! তোমাদেরও দুর্দশা নিশা অবসান হইবে, সুখ সূর্য্য উদয় হইবে ও দুঃখান্ধকার দূর হইবে।

—०—

ইহুদী জাতির বিবাহ প্রণালী।

আসিয়া খণ্ডে তুরুষ্ক দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে প্যালেষ্টাইন নামে একটি প্রদেশ আছে। অতি পূর্ব্বকালাবধি ইহুদীরা এই স্থানে বাস করিত এবং 'জরুজালম' তাহাদিগের রাজধানী ছিল। এই বংশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ঈশা জন্ম গ্রহণ করেন (আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক্ষণে ইহুদীদিগকে আর এপ্রদেশে দেখা যায় না; তাহারা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছাড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি এইজাতির যে একটি বিশেষ স্বভাব এবং ধর্ম্ম বিষয়ক ক্রিয়া কাণ্ড, তাহা সর্ব্বত্রই একরূপ দেখা

যায়। বাইবেলের* পুরাতন ভাগ ইহুদিগের মূল ধর্ম্ম শাস্ত্র। কিন্তু হিন্দুরা যেমন বেদ পরিত্যাগ করিয়া পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির মতে কার্য্য করিয়া থাকে; ইহারাও সেই রূপ বাইবেল ছাড়িয়া তালমদ প্রভৃতি কয়েক-খানি আধুনিক † গ্রন্থ ধরিয়া চলে।

তালমদের ব্যবস্থা মতে পুরুষ ১৮ বৎসর এবং কন্যা ১২ বৎসর ১ দিবস পূর্ণ হইলেই বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার উদ্‌যোগ লইয়া মহা ঘটা হয়। একটি সম্বন্ধ স্থির হইলে পর স্ত্রী পুরুষ বহু সংখ্যক ইহুদী কোন বৃহৎ দালান বা ঘেরা প্রকাশ্য স্থানে গিয়া একত্রিত হয়; উভয় দলের মধ্যে যাহারা বয়সে কনিষ্ঠ, সেটে ছোট ছোট কলসী হাতে করিয়া লইয়া যায়। তৎপরে সকলের সম্মুখে নির্ব্বন্ধ পত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয় এবং বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা যে ইহার অন্যথা করিবেন. তাঁহার অর্থ দণ্ড উল্লেখ হয়। অন্তরর বিবাহের লগ্ন অবগত করা হইলে, বর ও কন্যার প্রতি সকলে সম্মান ও সমাদর প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের মঙ্গল সুখের প্রার্থনা করে। পরে কলসী সকল মাটিতে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তাহাদের নগর ও মন্দির ধ্বংস হওয়াতে তাহারা যে দেশান্তরী হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সেই শোকের চিহ্ন। দ্বারের নিকট একটি লোক দাড়াইয়া থাকে, এবং প্রত্যেকের প্রস্থানের সময় এক এক গ্লাস মদ্য পান করিতে দেয়। যে পুরোহিত এই বিবাহের মঙ্গল সূচনা করেন, তিনি এক গ্লাস মদ্য লইয়া প্রথমে তাহাতে আশীর্ব্বাদ করেন, পরে আপনার প্রসাদ করিয়া বর কন্যাকে পান করিতে দেন। এই আড়ম্বরের পর ৮ দিন পর্য্যন্ত বর কন্যার আত্মীয় কুটুম্বেরা বাটীর বাহির হন না। এই সময়ে অনেক যুবক যুবতী বর কন্যাকে কৌতুকী ও আমোদিত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট যাতায়াত করিতে থাকে। আমাদিগের যেমন গাত্র হরিদ্রা হয়, ইহাদিগের বিবাহের পূর্ব্ব দিন কন্যার সঙ্গিনী এবং অন্যান্য অনেক যুবতী কন্যাকে স্নান করাইতে লইয়া যায়; সকলে পড়িয়া তাহার শরীর রগড়াইয়া পরিষ্কার করে এবং অন্যান্য লোকদিগকে জানাইবার জন্য গান ও মহা কোলাহল করিতে থাকে। বর, কন্যার নিকট এবং কন্যা বরের নিকট এক একটি কোমরবন্ধ উপঢৌকন * দেন। বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কন্য যত দূর সম্ভব মুল্যবান

*খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাইবেল নামক এক খান ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহারা বলে যে ঈশ্বর ঐ বাইবেল খান প্রেরণ করিয়াছেন, এই হেতু ইহা পাঠ করিলে মনুষ্য ধার্ম্মিক হইতে পারে। বাইবেল দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগটীকে পুরাতন বাইবেল ও দ্বিতীয় ভাগটীকে নূতন বাইবেল বলে।

† প্রাচীন, নয়, নূতন রচিত।

* ভেট, সম্মান সূচক দান।

পোষাক পরিধান করে এবং যে দেশের যেরূপ চলন সেইরূপই বেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে একটি ঘরের মধ্যে ভিন্ন নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হয়। কন্যার মনোরঞ্জন করিবার জন্য সেই গৃহে স্ত্রীলোকেরা নৃত্য ও গান করে এবং এরূপ করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন মনে করে। শুভ লগ্ন সমাগত হইলে চারিজন যুবা এক খানি চাঁদোয়ার চারি কোন ধরিয়া কোন প্রকাশ্য স্থানে বা উদ্যানে লইয়া যায়, ইহার নীচেই বিবাহের মন্ত্র পাঠ হয়। সেই চাঁদোয়ার নিম্নদেশে এক দিকে বর ও অন্য দিকে কন্যা আপনাপন আত্মীয় কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। গায়ক ও বাদ্যকরগণ গানবাদ্য করিতে থাকে প্রত্যেক ব্যক্তি বলিতে থাকে এখানে যে আসে, তাহার মঙ্গল হউক"। বর, কন্যার চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন এবং দলস্থ লোকে মুটা মুটা শস্য লইয়া তাহাদিগের উপর ছড়াইয়া দেয় এবং বলিতে থাকে "তোমারা বৃদ্ধ হও তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হউক"। কোন কোন স্থলে শস্যের সহিত অল্প দামের মুদ্রা সকলও ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং দুঃখি ইহুদিরা সে সকল কুড়াইয়া লয়। যতক্ষণ বিবাহ-ক্রিয়া হয় কন্যা দক্ষিণ মুখে ফিরিয়া থাকে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বরকে ধরিয়া থাকে ইহাদের পুরোহিতদিগের মতে বিবাহ শয্যা দক্ষিণ মুখে করিয়া রাখিলে অনেক সন্তান সন্ততি হয়। 'মাঝর' নামক এক খানি গ্রন্থ হইতে পুরোহিত প্রার্থনা সকল পাঠ করেন এবং এক গ্লাস মদ্য প্রসাদ করিয়া যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে পান করিতে দেন। কন্যার প্রথম বিবাহ হইলে তাহাকে একটি ছোট গ্লাস দেন আর বিধবা বিবাহ হইলে বড় গ্লাস দিয়া থাকেন। তৎপরে পুরোহিত বরের নিকট হইতে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী লইয়া কতকগুলি সাক্ষী আহ্বান করেন এবং স্বর্ণ কি না? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। সকলে সম্মত হইলে অঙ্গুরীয়কটি কন্যার দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিবাহ নির্ব্বন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর তিনি এক গ্লাস মদ্য লন এবং নব-বিবাহিত দম্পতী* সত্যপালন অঙ্গীকার করিল এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং গ্লাসটি তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করেন। বর তাহা পান করিয়া জাকজলমের ধ্বংস স্মরণার্থ গ্লাসটি সজোরে প্রচীর বা ভূমির উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কখন কখন মন্দির ভগ্নসাৎ হইয়াছে স্মরণ রাখিবার জন্য বরের মস্তকে পাংশু রাখা হয় এবং শোকের চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ টুপী তাহার

*স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে দম্পতী বলা যায়।

মস্তকে পরিতে হয়। কন্যাটির মস্তকেও একটি কাল টোপর থাকে ইহাতে এই মহানন্দের মধ্যেও পবিত্র মন্দির ধ্বংসের জন্য তাহারা যে শোকাকুল, এইটি দেখান হয়। তৎপরে বরকন্যা ভোজনার্থ গমন করেন। বরকে যতদূর সাধ্য একটি সুদীর্ঘ প্রার্থনা গান করিতে হয়। কন্যার সম্মুখে একটি ডিম্ব এবং পক্ক অর্থাৎ পাককরা মুরগী রাখা হয়। পুরোহিত উহা হইতে এক টুকরা লইয়া কন্যাকে দেন, এবং তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট অংশ পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্ত্রীপুরুষে কাড়াকাড়ি করে এবং টানাটানি করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। যে অধিক ভাগ পায় সকলে তাহাকে অধিক সৌভাগ্যবান্ বলিয়া সম্মান করে, ' রে কুক্কুরেরা যেমন হাড়ের জন্য ঝগড়া করে সেইরূপ তাহারা বর কন্যাকে সন্তোষ করিবার জন্য চীৎকারধ্বনি করিয়া পরস্পরের হাত হইতে ছিন্ন মুরগী কাড়িয়া লয়। ডিম্বটি কাঁচা থাকে এবং তাহা একজনের মুখে নিক্ষেপ করা হয়। ইহুদীদিগের খৃষ্টানদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও রাগ, সুতরাং ইহাদের এক জন থাকিলে আঘাতটি তাহার উপর পড়িবেই পড়িবে। এই সকল আমোদের পর চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ খাদ্যের সহিত আসন প্রস্তুত হয়। তখন কোথায় বা জাকজুলাম, কোথায় বা তাহার মন্দির আর কিছুই মনে থাকে না। আহারের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার বিবাহ-নৃত্য হইতে থাকে এবং তাহা পরমেশ্বরের স্থাপিত বলিয়া সকলের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মান্য ব্যক্তি, তিনি বরের হস্ত ধারণ করেন, বর আর এক জনের এবং তিনি অন্য ব্যক্তির এই রূপ সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে। আবার স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি প্রধানা, তিনি কন্যার হস্ত ধারণ করেন ক্রমশঃ আর আর স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মত হাত ধরা ধরি করিয়া নাচিতে থাকে। নৃত্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হয় ক্রমে তাহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কখন কখন ৮ দিন পর্য্যন্ত এই রূপে আমোদ উৎসব চলিতে থাকে। ইহারা আর সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে; কিন্তু খৃষ্টানদিগকে আহ্বান করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। ইহারা বলে উহাদের আগমনে পবিত্র আত্মা দেবতারা পলায়ন করেন এবং দুরাত্মা ভূতেরা আসিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেয়। একণে ইউরোপের কোন কোন দেশে ১৬ লক্ষের অধিক ইহুদী বাস করিয়া থাকে।

—০—

কৃতজ্ঞতা।

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

বিষম যৌবন-পথে হয়ে অন্ধ প্রায়,
দ্রুতপদে ভ্রমণ করেছি যে সময়।
তোমার অদৃশ্য কর ধরি মম কর,
উন্নতির পথে করিয়াছে অগ্রসর।

অজ্ঞাত বিপদ্ বিঘ্ন কত মৃত্যু ভয়,
সুখে পার করিয়াছ ওহে দয়াময়।
মুগ্ধকর পাপ পাশ আরো সে ভীষণ
নিরাপদে আত্মা তার করেছ রক্ষণ

জীর্ণ হইয়াছে দেহ রোগের জ্বালায়
স্বাস্থ্য সুখে প্রফুল্ল করেছ পুনরায়
পাপ তাপে একেবারে ডুবেছি যখন,
বাঁচায়েছ আত্মা করি অমৃত সিঞ্চন।

তোমার উদার হস্ত হইয়া সদয়,
সম্পদের সুখে পূর্ণ করেছ হৃদয়,
হৃদয় রঞ্জন বন্ধু করিয়া প্রদান!
দ্বিগুণ করেছ মম সুখ পরিমাণ,

তোমার অমূল্য দান নিত্য অগণন,
কৃতজ্ঞতা পাশে চিত্ত করেছ বন্ধন।
যে আনন্দ মনে লই সে সুখ আস্বাদ
সেওকিসামান্য নাথ তোমার প্রসাদ

যখন যে ভাবে নাথ কাটাই জীবন,
চিরকাল তব দয়া করিব স্মরণ।
লোক লোকান্তরে গিয়া হইলে মরণ,
তোমার মহিমা গান করিব কীর্ত্তন।

পৃথিবীর নিয়ম না বিরাজে যথায়,
দিবা রাত্রে তব সৃষ্টি বিভাগ না হয়
চিরকৃতজ্ঞতা বদ্ধ আমার হৃদয়,
সেখানে তোমার কৃপা গাবে দয়াময়

তোমার উৎসব গীত আনন্দ হৃদয়ে,
গাইব অনন্তকাল প্রেমপূর্ণ হয়ে।
অনন্ত সময়ো অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়,
গাইতে তোমার শক্তি করুণা নিচয়।

—০—

নূতন সংবাদ।

১ম।—ভারতবর্ষের অন্তর্গত রোহিলা খণ্ড নামক স্থানের কালেক্‌টরসাহেব তত্ত্ববোধিনী নাম্নী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটি বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই যে—স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের উৎকৃষ্ট উপায় এবং সেই স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দিবার উৎকৃষ্ট উপায় যিনি উদ্ভাবন করিয়া একটি রচনা লিখিয়া তাঁহার নিকট আগামী ৩রা মার্চ অর্থাৎ ২১এ ফাল্গুণ মাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন, তিনি ৩০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। রচয়িতা কি বাঙ্গালা কি ইংরাজী সকল ভাষাতেই লিখিতে পারিবেন।

আমাদের দেশে এখন স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে স্ত্রীলোকেরই এই প্রবন্ধটী লিখিতে চেষ্টা করেন ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা। এখন এদেশীয় যে সকল স্ত্রীলোক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর ভারগ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, যাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়া আপনাদিগের নাম বিখ্যাত করিতেছেন ও যাঁহারা উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রিকা ও বামাবোধিনীকে অলকৃত করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেই এই প্রবন্ধটি লিখিতে

অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা লিখিলে আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দেশীয় লোকের অধিকতর যত্ন ও দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হইবে।

পাঠিকাগণ! এই বিষয় পাঠ করিয়া তোমরাও নিশ্চেষ্ট থাকিও না, আপন আপন সাধ্যমত এক একটি রচনা লিখিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিবেন।

২য়।—"জিলা মেদিনীপুর গড়বেতা মহকুমার অন্তঃপাতী রায়গ্রামে বিগত ৯ই ভাদ্র বুধবার রাত্রিতে মহাসমারোহে একটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী, বয়স ১৪ বৎসর। তারাসুন্দরীর ৫ বৎসর বয়সে রায়খার সন্নিহিত কয়াপাটি নিবাসী রামজীবন রায়ের পুত্র মধুসূদন রায়ের সহিত প্রথম বিবাহ ও ১২ বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হয়। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত গয়ারাম রায়। বরের নাম শ্রীধর চক্রবর্ত্তী, পিতৃ নাম শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী নিবাস রায়খার সন্নিহিত সন্ধিপুর গ্রাম।

৩য়।—ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক বলেন যে ইংলণ্ড হইতে ৯০৭ জন স্ত্রীলোক এদেশে আসিয়া এই ভারতবর্ষের তাড়িত বার্ত্তাবহ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে।

৩।—"কারাচি নামক স্থানে একটী স্ত্রী তাহার স্বামীকে ঔষধের সহিত বিষপান করাইয়া বধ করে। বিচারালয়ে ঐ স্ত্রীকে আনীত হইলে সে উত্তর করে যে তাহার স্বামীকে বশীভূত করণার্থ ঔষধ পান করায়। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের সহিত প্রস্থান করে। ইহা প্রমাণ হইলে তাহার ৬ মাস কারা বাস দণ্ডাজ্ঞা হয়।

মধ্যে মধ্যে আমরা ঔষধ খাওয়ানর কথা শ্রবণ করিতাম। অদ্য শাশুড়ী জামাইকে, স্ত্রী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ খাওয়াইয়াছে, তাহাতে বশ করা দূরে থাকুক তাহাকে এক কালে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করায়। ঔষধ খাওয়ানর কথা যে এদেশে প্রচলিত আছে তাহা কেবল ভ্রম মাত্র, ঔষধ খাওয়াইয়া কেহ কাহাকে বশ করিতে পারে না।

রোগীর পেট হইতে ঔষধ তোলাইবার যেরূপ মন্দ রীতি, তাহাতে রোগী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

ইতর লোকেরাই ঔষধ তোলায়, অত্যন্ত পচা দই ও ঘোল ইত্যাদি বমন কারক দ্রব্য সকল বারম্বার খাওয়াইয়া বারম্বার বমন করায় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ বমন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার বাড়ীর লোকদিগের কি ভ্রম! যখন রোগীকে ঐ প্রকারে পচা দ্রব্য সকল ভক্ষণ করায় ত-

খন রোগী মাতা কিম্বা যিনি অত্যন্ত আত্মীয় তিনি সেই সময়এক একটি করিয়া বাড়ীর মেয়েদের নাম উচ্চারণ করেন। মিছামিছি একটা ঔষধ বাহির করে এবং সকলের নিকট ভাণ করিয়া কহে যে রোগীর উদর হইতে এই ঔষধ নির্গত হইয়াছে। যে মেয়ে মানুষের নাম করিবার সময় ঐ ঔষধ বাহির হয়, তিনিই ঐ রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া তাহাকে মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে।

হায়! কুসংস্কারের কি ভয়ানক বল; যিনি পরম বন্ধু তাহাকেও শত্রু করিয়া তোলে।

৪র্থ।—"আমেরিকা খণ্ডে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সেনা দলে অনেক স্ত্রীলোক পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

৫ম।—ইংলিসম্যান নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক বলেন ভারতবর্ষের অন্তর্গত জয়পুর নামক স্থানে মিনা জাতির একটী স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিয়া বধ করিয়াছে।

৬ষ্ঠ।—বিগত ২১ শে ভাদ্র কাশীতে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনবার ভূমিকম্প হয়।

এদেশের অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, কাশীতে কখন ভূমিকম্প হয় না, তাহারা বলে তাহার কারণ এই যে, কাশী পৃথিবী ছাড়া ও মহাদেবের ত্রিশূলের উপর আছে। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস!!!

১০ম ও ১১শ সংখ্যক বামাবোধিনীতে যে ভূমিকম্পের বিষয় লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, এই ভারতবর্ষে অতি অল্প ভূমিকম্প হয় কেন।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

জগদীশ সর্ব্বাশ্রয় করুণা নিধান।
বিশ্বরূপে আছ তুমি বিশ্বের নিধান,
জগতের পতি মোরে হও হে সদয়।
চিরদিন তব পদে মতি যেন রয়॥
সংসার মায়াতে যদি ভুলিয়া তোমায়
থাকি ওহে দীনবন্ধু ছেড়না আমায়॥
এভব সংসার পিতঃ ভয়ানক ঠাই।
পাপপিশাচের হাতে কাররক্ষা নাই॥
তাই ভাবি ওহে নাথ সদা সর্ব্বক্ষণ।
পাছে তব প্রতি মম নাহি থাকে মন
কিন্তু এক আছে মনে ভরসা নিতান্ত
দয়াময় নাম তব জানি হে একান্ত॥
চাহিয়া করুণাআঁখি হের একবার।
অধিনীর আছে মাত্র ভরসা তোমার
পাপিয়সী বলে যদি নাহি কর দয়া।
কোথায় যাইব নাথ না পাই ভাবিয়া
পাপেতে আমার মন যেন নাহিযায়
হৃদয় আসনে যেন রাখিহে তোমায়
তোমার নিকটে প্রভু এই ভিক্ষা চাই
হইয়া তোমার দাসী জীবন কাটাই॥
জীবনের শেষ দিন হইবে যখন।
অন্তরে ভাবিহে যেন তোমার চরণ॥

যাইয়া তোমার ধামে পাইব উল্লাস,
অমৃত স্বরূপ মুখ দেখিব প্রকাশ

যেন শুভ দিন তবে হইবে উদয়।
হইবে তখন আত্মা কি আনন্দময়।

কলিকাতা
১৯শে ভাদ্র } শ্রীমতী কমনীয়াকান্ত।
১৭৮৬ শক।

বিজ্ঞাপন

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতি করচমাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার ও তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দাসী এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-জায়া শ্রীমতী হরসুন্দরী সরকার মহাশয়া গণ সাধারণের উপকারর্থ বামাবোধিনীর ১০ম, ১১শ, ১২শ ও ১৪শ সংখ্যক পত্রিকা পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহাদের দয়া, বদান্যতা এবং বামাগণের বিদ্যোৎসাহিতার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা চিত্তে ধন্যবাদ দিতেছি।

বামাবোধিনী সভা
২রা বৈশাখ } সম্পাদক
১২৭৫ সাল

বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে শ্রীনবীনচন্দ্র চৌধুরী দ্বারায় দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

রূপের সহিত হলে গুণের মিলন,
সোণায় সোহাগা তায় নাহিক তুলন,
স্বরূপ গোলাপ ফুল উজলে কানন,
সুগন্ধে হরয় পুনঃ জগতের মন।

১৬ সংখ্যা { অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

রুসিয়েশ্বরী মহারাণী কাথারিণা।

কাথারিণা আলেকজোনা রুসিয়া* মহারাজ্যের অন্তঃপাতী লিবোনিয়া প্রদেশের ডার্‌পট্‌ নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা দুঃখী ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ধনসম্পত্তির অধিকার পান নাই, কিন্তু তাঁহাদের অটল ধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং আর সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে কাথারিণা বৃদ্ধ জননীর সহিত নগর হইতে কিছু দূরে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। এসময়ে তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয় করিয়া পরিমিতরূপে চলাতে মনের সন্তোষের অভাব হইল না।

মাতা অথর্ব্ব হইয়াছিলেন, তাঁহার কিছু করিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং কন্যার কায়িক পরিশ্রমের উপরেই সমুদায় নির্ভর। কাথারিণা মাতার প্রতিপালন জন্য কোন কষ্টকে কষ্টবোধ করিতেন না এবং ঘর সংসারের কাজগুলি

* রুসিয়া পুরাতন পৃথিবীর উত্তরাংশ এবং নূতন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম ভাগেও ইহার অধিকার আছে। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বৃহৎ রাজ্য আর নাই। কোন কোন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মতে পাণ্ডবেরা দিগি জয় সময়ে এই দেশ জয় করেন এবং ইহার নাম 'উত্তর কুরুবর্ষ' দেন।

সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতেন।

তিনি যখন কাটনা কাটিতেন, বৃদ্ধা তাঁহার নিকট ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকিতেন। দিবসের কর্ম্ম শেষ হইলে দুইজনে অগ্নি সেবন করিতেন এবং যথা সম্ভব আহার প্রস্তুত করিয়া সুখে ভোজন করিতেন।

কাথারিণা রূপলাবণ্যে একটি বিদ্যাধরীবিশেষ ছিলেন, কিন্তু কিসে গুণবতী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা হইবেন সেই জন্য তাঁহার একান্ত প্রয়াস ছিল। তিনি জননীর নিকটে লেখা পড়া শিখিতে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং লূথারের* মতাবলম্বী একটি পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মের সার উপদেশ সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, সেইরূপ ধীর এবং গম্ভীর প্রকৃতিও ছিলেন। ইহাতে ত্বরায় তাঁহার জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাঁহার সুশীলতা এবং সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া সেখানকার অনেক কৃষক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু মাতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি কাহারও প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

কাথারিণার বয়স ১৫ বৎসর হইল, তাঁহার জননীও পরলোক যাত্রা করিলেন। তখন তিনি কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আপনার দীক্ষা গুরুর বাটী গিয়া রহিলেন। এখানে পুরোহিতের সন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল এবং তাহাতে তিনি আর আর গুণের উপর প্রবীণতা এবং সন্তান পালনের উপযোগী কোমল-ভাব সকলে ভূষিতা হইলেন।

ব্রহ্মযাজক তাঁহাকে আপনার কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। তাঁহার আর আর পরিজনের জন্য যে সকল শিক্ষক ছিল, কাথারিণাকেও তাঁহাদিগের ছাত্রী করিয়া দিয়া সমুদায় সুকুমার-বিদ্যায় † সুশিক্ষিতা করিলেন। দুর্ভাগ্য-বালিকা এইরূপে সমূহ উন্নতি লাভ করিতে ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার আশ্রয়দাতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তিনি যে দুঃখের দশায় ছিলেন, পুনরায় তাহাতেই পতিত হইলেন এবং অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

* পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাতে পোপ নামে এক ব্যক্তি প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজ্য। তিনি ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যক্তিকে স্বর্গ বা নরকগামী করিতে পারিতেন এবং রাজাদিগকেও সিংহাসনচ্যুত করিতেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মের ন্যায় ইহার অনেক ক্রিয়াকলাপ। লূথার এই মতকে পরাস্ত করিয়া প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টান মত [illegible]পন করেন। এমতে পোপকে ঈশ্বর [illegible] পূজা না করিয়া সকল বিষয়ে ঈশ্বরকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া চলিবে।

† শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি।

লিবোনিয়া প্রদেশটি এই সময়ে একটি ঘোরতর যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। দেশের কোন একটি দুর্ঘটনা হইলে প্রায় দরিদ্র লোকদিগেরই তাহা অধিক পীড়াজনক হয়। অতএব কাথারিণার এত গুণ থাকিলে কি হইবে? তিনি দারুণ দৈন্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে খাদ্যের অনাটন হইয়া পড়িল। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যে কিছু অর্থ ছিল তাহাও শেষ হইল দেখিয়া অবশেষে কাথারিণা মারিয়েনবর্গ নামে একটি বিবাদশূন্য গ্রামে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি বস্ত্র ছিল, তাহাতে একটি পুঁটুলি বাঁধিলেন এবং পদব্রজে লক্ষ্য স্থানে যাত্রা করিলেন। একে পথবর্ত্তী দেশ সকল স্বভাবতঃ ক্লেশকর, তাহাতে সুইড* এবং রুশীয় এই দুই বিপক্ষজাতি পরস্পরে, যে যখন জয়ী হইতে লাগিল লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ক্ষুধার পীড়নে কাথারিণা পথের বিপদ্ ও শ্রান্তি বিস্মৃত হইলেন।

একরাত্রি চলিতে চলিতে পথের পার্শ্বস্থ একটি কুটীরে তিনি বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইজন সুইড সেনা সেই স্থানে ছিল, তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত অপমানের কথা কহিতে লাগিল। একটি শান্তিরক্ষক হঠাৎ সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, তাহাতেই অবলা রক্ষা পাইল, নতুবা তাঁহার দুর্গতির আর সীমা ছিল না।

যাহা হউক ঐ ব্যক্তির আগমনেই দুরাত্মারা নিস্তব্ধ হইল। কাথারিণার হৃদয় মন কৃতজ্ঞতা ও আশ্চর্য্য-ভাবে এককালে পূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার এই উদ্ধার কর্ত্তা সেই তাঁহার পূর্ব্বতন হিতৈষী পরমবন্ধু ধর্ম্মযাজকেরই তনয়।

এই ঘটনাটি কাথারিণার পক্ষে অত্যন্ত শুভকর হইল। তিনি যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন, তা[illegible] এখন এককালে শেষ হইয়াছিল। তাঁহার যে বস্ত্রগুলি ছিল, মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের গৃহে বিশ্রাম করিয়াছিলেন তাহাদিগকে দিতে দিতে সে সকলও ফুরাইয়া গিয়াছিল। এখন কি খান কি পরেন তার কোন সংস্থান ছিল না। তাঁহার সাধু মিত্র তাঁহার বস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য যাহা দিতে পারিলেন দিলেন; চলিবার জন্য একটি অশ্ব প্রদান করিলেন এবং মারিয়েনবর্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার পিতার অতি বিশ্বস্ত মিত্র ছিলেন অতএব কাথারিণার হস্তে একখানি পত্র দিয়া তাঁহারই নিক[illegible] পাঠাইয়া দিলেন।

* ইউরোপীয় রুশিয়ার পশ্চিমে সুইডেন দেশ; ইহার নিবাসীদিগকে সুইড বলে।

মারিয়েনবর্গে গিয়া কাথারিণা অতিশয় সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। সে দেশের অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে আপনার কন্যাগণের শিক্ষিকাপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার বয়স একণে সপ্তদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে রমণীগণকে যেমন সুরীতি নীতি, সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানেও পারদর্শিণী বলিয়া খ্যাত হইলেন।

তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য বিশেষতঃ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহার সহিত বিবাহের প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দরিদ্র বালিকাকে তাহাতে অসম্মত দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন।

কাথারিণা সেই যাজক পুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে এই ব্যক্তির একখানি হস্ত গিয়াছিল এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল তাহাতে তাহার অনুরাগের হ্রাস হইল না।

অন্যে আর বৃথা প্রয়াস না পায়, এই জন্য সেই রাজকর্ম্মচারী যখনি নগরে আগমন করিলেন, তিনি তাঁহার নিকট আপনার মানস ব্যক্ত করিলেন। যুবক ইহাতে আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং সেই অবসরে শুভ বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

কাথারিণার সকল ভাগ্যই সমান ধৈর্য্য কর। যে দিবস বিবাহ হইল, সেই দিনেই রুসিয়েরা মারিয়েনবর্গ আক্রমণ করিল। দুরদৃষ্ট সেনাপতি তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উভয়জাতি ভুল্য রোষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হিংসা ও দ্বেষে তাহারা এককালে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে ঘটনাটি অতি ঘোরতর হইল। ফলতঃ এসময় উত্তরীয় জাতিদিগের যুদ্ধ অতি অন্যায় ও অসভ্য অবস্থায় ছিল। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে নির্দ্দোষ কৃষকগণের প্রাণ এবং কুলবালাগণের মান রক্ষা হইত না। রুসিয়েরা মারিয়েনবর্গ অধিকার করিল এবং তাহাদের ক্রোধের খর্পরে* বিপক্ষ সেনাদলের সহিত দেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকল লোকের বলিদান হইল।

কাথারিণা একটি উনানের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হইলে ধরা পড়িলেন। এতদিন দুঃখে কষ্টে থাকুন, স্বাধীন ছিলেন। এখন নিরুপায় হইয়া ক্রীতদাসীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই দুরবস্থায় সময় তিনি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নম্র ভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বিপদ তাঁহার শরীরের কান্তি ম্লান করিয়াছিল কিন্তু তাঁ-

* হিন্দুরা যাহার উপর ছাগ মহিষাদি রাখিয়া বলিদান দেয়।

হার মনের প্রফুল্লতা কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই।

কাথারিণার সদ্‌গুণ এবং আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা রুসিয়ার সেনাপতি মেনজিককের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এবং দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং আপনার ভগিনীর সহচরী করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কাথারিণা এখানে তাঁহার গুণের উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইতে লগিলেন এবং সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কাথারিণা কিছু দিন এইরূপ অবস্থায় আছেন, এমত সময়ে রুসিয়ার সম্রাট্ পিটার-দি-গ্রেট* সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রভুর আদেশক্রমে কাথারিণা একটি পাত্রে কতগুলি ফল অতি যত্নের সহিত সজ্জিত করিতে ছিলেন, ভূপতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল।

মহারাজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মোহিত হইলেন। তিনি পরদিবস পুনর্ব্বার আসিলেন এবং সুন্দরী বালাকে আপনার নিকট ডাকিয়া অনেক গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীরের লাবণ্য অপেক্ষা মনের সৌন্দর্য্য আরও সহস্রগুণ উজ্জ্বল দেখিলেন। ভূপতি তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কাথারিণার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। মহারাজ তাঁহার আদ্যোপান্ত ইতিহাস শ্রবণ করিলেন এবং নানা দুরবস্থার মধ্যে স্থিরভাবে অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত জীবন নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অসামান্য স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব সম্রাট্ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি সভাসদগণকে বলিলেন "ধর্ম্মই সিংহাসনারোহণের প্রকৃত সোপান"।

এক্ষণে কাথারিণা তাঁহার মৃণ্ময় কুটীর হইতে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যিনি একাকিনী মলিনবেশে পদব্রজে পর্য্যটন করিতেছিলেন, এখন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার হাস্যমুখ দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহাকে কতদিন উপবাসী থাকিতে হইত, এখন তাঁহার

* পিটার পরম দেশহিতৈষী এবং সমুদায় রাজ-গুণে ভূষিত থাকাতে 'দি-গ্রেট' অর্থাৎ মহাত্মা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করত রাজ্যের মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

দাত্রতে অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

কাথারিণা এইরূপ মহত্ব লাভ করিয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই, আপনার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন এবং যে সকল গুণে সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন চিরজীবন তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। বৎকালে তাঁহার অসাধারণ গুণসম্পন্ন স্বামী পুরুষজাতির শুভোন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি স্ত্রীজাতির কল্যাণ বর্দ্ধনজন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি স্ত্রীজাতির কুৎসিৎ বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিলেন; একটি স্ত্রীসমাজ স্থাপন করিলেন; নারীগণের গুণ অনুসারে মর্য্যাদার প্রথা প্রচলিত করিলেন; ঈশ্বরপ্রীতি এবং ধর্ম্মনীতির উন্নতি করিলেন এবং অবশেষে রাজ্ঞী, সখী, স্ত্রী এবং মাতার কর্ত্তব্যসকল সাধন করিয়া অকুতোভয়ে আনন্দের সহিত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে কোন বিষয়ের জন্য ক্ষোভ করিতে হইল না, সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

—০—

দেশাচার।

বিবাহপ্রণালী।

আমাদের দেশে যে কত প্রকার প্রথা প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বিশেষতঃ বিবাহবিষয়ে যে সকল ভয়ানক কদাচার চলিত আছে এবং তাহা দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহা শুনিলে ও আলোচনা করিয়া দেখিলে সাতিশয় দুঃখিত হইতে হয়। উক্ত বিবাহপ্রণালী সংশোধিত না হইলে এদেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

মনুষ্যের যে বিবাহ করা কর্ত্তব্য ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন, তজ্জন্য অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যকতা নাই; আমাদের মনোবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা স্ত্রীপুরুষে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিব এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের সৃজন করিয়াছেন এবং আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদের মনে কাম, অপত্যস্নেহ,* আসঙ্গলিপ্সা,† প্রীতি প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন অপিচ যদি সকল দেশের আচার ব্যবহারাদির প্রতি দৃষ্টি করা যায়, এবং যদি সর্ব্ব দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করা যায়, তাহা হইলে বিল-

* পুত্র কন্যাদির প্রতি ভাল বাসা।
† এক সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা।

গণ বুঝা যাইবে যে,সকল দেশেই বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, এবং অতি পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং বিবাহ কার্য্য যে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ও প্রিয়কার্য্য এবং বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশুদ্ধ বিবাহপ্রথা আমাদের দেশাচার-দোষে অতিশয় দূষিত হইয়াছে, এবং তাহাদ্বারা অত্যন্ত অনিষ্ট ও অপকার হইতেছে।

আমাদের দেশে বিবাহ সংক্রান্ত যে সকল গুরুতর দোষ থাকাতে অনেক অমঙ্গল ও অনুন্নতি হইতেছে তাহার কতিপয় উদাহরণ ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ম—বাল্যবিবাহ।

এদেশে বিবাহসম্পর্কীয় যত প্রকার দোষ আছে তম্মধ্যে বাল্যবিবাহ একটী প্রধান। এক বাল্যবিবাহ দ্বারা যত প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে এমত আর কিছুতেই নহে। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ অল্পায়ু, দুর্ব্বলতা, মূর্খতা, দৈনাদশা, অসচ্চরিত্রতা এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনৈক্য প্রভৃতি দুরবস্থার এক মাত্র কারণ। তাহা এক এক করিয়া যথা ক্রমে সপ্রমাণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। মনুষ্য বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইলে এবং অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন করিলে যে তাহারা ক্ষীণবল ও অল্পায়ু হয় এবং তাহাদের সন্তানগণও যে দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হয়,তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন বীজ পরিপক্ব না হইতে হইতে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, অথবা সার-শূন্য ভূমিতে বৃক্ষ জন্মিলে সে বৃক্ষ সতেজ ও সারবান হয় না, সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রীগণের শারীরিক পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না; প্রত্যুত সেই সন্তান অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। যাহারা অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি-ফল-স্বরূপ পুত্রশোক, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনেক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশবাসীরা যে, সকলজাতি অপেক্ষা হীনবল, অল্পায়ু ও সাহসহীন, বাল্যবিবাহও তাহার এক প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ। বালকেরা পঠদ্দশাতেই উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়। তাহাদিগকে অল্পকালের মধ্যেই পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহারা অল্পকাল মধ্যেই পুত্রের পিতা হইয়া বসে, সুতরাং তাহাদিগকে এককালে পড়া শুনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। তাহারা বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিবে, না সংসার নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিবে! তাহারা না পারে ভাল করি

লেখা পড়া শিখিতে, না পারে কোন কর্ম্ম করিতে,শেষকালে তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হয়। তখন পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য এবং আপনার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন কর্ম্ম করিবার জন্য লালায়িত হয়। কি উপায় অবলম্বন করিবে, কি রূপেই বা সংসার চালাইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়। দেখ কেবল এক বাল্যবিবাহ তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক এবং দৈন্যদশার কারণ হইল। ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই, এদেশের অনেক যুবকগণ ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাহারা ইহার যথেষ্ট ফল ভোগ করিতেছে, অনেকেই বিবাহগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছে, এবং অনেকে সুশিক্ষা না পাওয়াতে ও দরিদ্রাবস্থায় পতিত হওয়াতে কুপথে গিয়া অত্যন্ত অসচ্চরিত্র হইতেছে।

তৃতীয়তঃ। স্ত্রীপুরুষেরা শৈশবকালে বিবাহিত হইলে তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধ জানিতে পারে না, সুতরাং পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও অবগত নহে। এজন্য স্ত্রীপুরুষকে প্রায় সর্ব্বদা বিবাদ কলহ করিতে দৃষ্টি করা যায়। এমন কি তাহাদের অধিকাংশই এত অল্প বয়সে বিবাহিত হয়, যে তাহারা তখন 'বিবাহ' কাহাকে বলে তাহাও জানিতে পারে না। এদেশে যে পরিমাণে স্ত্রীপুরুষে বিবাদ কলহ হয় এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ। এদেশীয় অদূরদর্শী অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে যে, সন্তান সন্ততির শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিতে পারিলেই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইল ; কিন্তু তদ্দ্বারা যে পুত্র কন্যাগণের কতদূর অনিষ্ট করা হইল, তাহা একবারও ভাবে না। তাহারা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, পুত্রবধূর মুখ-কমল দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিবে এবং পুত্রবধূ শীঘ্র বড় হইয়া সংসারের কর্ম্ম কাজ করিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে, এই ভাবিয়া পুত্রগণের অল্পবয়সেই বিবাহ প্রদান করে। তাহাতে আপাততঃ কিছু সুখ ও সাহায্য লাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা সন্তানগণের ও আপনাদের অসুখের কারণ হয়, তাহা একবারও বিবেচনা করিতে পারে না। আরও তাহারা মনে করে, আমরা জীবিত থাকিতে থাকিতে সন্তানগণকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া গৃহধর্ম্মে নিরত হইতে দেখিলে আমাদের আত্মা কৃতার্থ হয় ও চক্ষুদ্বয় সার্থক হয় এবং পুত্রবধূর ক্রোড়ে শীঘ্র সুকুমার নবকুমার অবলোকন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সফল হয়। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ দ্বারা পুত্র ও পৌত্রগণ দুর্ব্বল রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া তাহাদের শোকানল উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়, তাহা তাহারা

অজ্ঞানতাবশতঃ একবারও বুঝিতে পারে না। ফলতঃ এই দোষাকর বাল্যবিবাহ দ্বারা যে এদেশের কত অপকার হইতেছে তাহা বলিবার নহে, এবং তাহা যে এদেশ হইতে কবে তিরোহিত হইবে তাহাও বলা যায় না।

—০—

অর্থ ব্যয়।

আমাদের সকলেরই পক্ষে অর্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু। অর্থ দ্বারা মনুষ্যের মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে। অর্থ দ্বারা কত দীন দুঃখিদিগকে দরিদ্রাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। অর্থ দ্বারা বিপন্নব্যক্তির বিপদোদ্ধার করা যাইতে পারে। অর্থ দ্বারা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া বালক-বৃন্দের বিদ্যোন্নতি সাধনে সক্ষম হওয়া যায়। অর্থ দ্বারা চিকিৎসালয়, ও অতিথিশালা স্থাপন ইত্যাদি নানা প্রকার দেশ-হিতকর-কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থ দ্বারা সকল প্রকার সৎ কার্য্য সাধন ও সকল প্রকার দুঃখ দূর করা যাইতে পারে। দারিদ্র-দুঃখ-নিবারিণী-সভা, বাষ্পীয় শকট, অর্ণবযান, সেতু, বিদ্যালয় ইত্যাদি সকল প্রকার মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে অর্থই কেবল আবশ্যক। অর্থ ব্যতীত এরূপ কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অর্থ আমাদের জীবন ধারণের এক প্রধান উপায়। অর্থ ব্যতীত আমাদিগের জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অর্থ যে এত উপকারী, তথাপি অজ্ঞান লোকদিগের দ্বারা ইহার কুব্যবহার হওয়াতে ইহা মহানিষ্টের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কত পাষণ্ড কেবল এক মাত্র অর্থের জন্য প্রাণসম-প্রিয়তম-ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। কত নিষ্ঠুর পামর এই অর্থের জন্য কত লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া পাপে জড়ীভূত হইতেছে। কত কৃপাপাত্র একমাত্র অর্থ বিহীন বলিয়া আপনাকে সামান্য মনে করত সর্ব্বসুখবিধানকর্ত্তাকে নিন্দা করিতেছে। কত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া অর্থকে অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্য্যে ব্যয় করিতেছে।

অর্থ আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু বটে, কিন্তু মনুষ্য সকল যেমন অর্থকে পৃথিবীর এক মাত্র সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, সেরূপ করা মূর্খতা মাত্র। অর্থ অপেক্ষাও মনুষ্যদিগের সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে। সেই সার ধনের সহিত অর্থের কোন মতে তুলনা করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত তুলনা করিলে অর্থ কিছুই নয় বলিয়া প্রতী[illegible] হইবে। মূর্খ ও চাসালোকে[illegible] অর্থকে পৃথিবীর সার [illegible]

করে। কিন্তু জ্ঞানবান্ সাধুরা অর্থকে অতি সামান্য মৃণ্ময় পদার্থ মনে করিয়া যথার্থ যে সার তাহাই সারধন বলিয়া জানেন।

এই পৃথিবীতে বা পরলোকেই হউক অর্থ বা বিদ্যা মনুষ্যের কখনই সার ধন ও শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতে পারে না, অনেক অর্থগৃধ্নু ও অর্থ-পিশাচ অর্থকে ও বিদ্যার্থী বিদ্যাকেই পৃথিবীর সার ধন বলিয়া মনে করে, কিন্তু অর্থ ও বিদ্যা কেহই সার ধন নহে। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের একমাত্র সার ধন, কি অর্থ কি বিদ্যা কিছুরই ধর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম চিরস্থায়ী, অর্থ ও বিদ্যা ক্ষণস্থায়ী; ধর্ম্ম মনুষ্যের পরকালের সহায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল এই থিবীর ধন: ধর্ম্ম মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল সামান্য মনুষ্যের নিকট লইয়া যাইতে পারে; ধার্ম্মিক হইলে ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হয়, ধনী ও বিদ্বান হইলে মনুষ্যদিগের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। সে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যাই নয়, যে বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্মের পথ জানা যায় না; সে অর্থ অর্থই নহে, যে অর্থ দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না হয়। "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে হা ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারী যা অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহার আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতিসাধন চান। সাংসারিক প্রয়োজন ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবে।"

অনেকে এরূপ মনে করেন যে, অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না, এমন কি ধর্ম্মই হইতে পারে না। হায়! তাহাদিগের কি ভ্রম, ধর্ম্ম কখনই অর্থ সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অর্থ কেবল ধর্ম্মেরই জন্য। যথার্থ ধর্ম্মের জন্য কত লোক বাড়ীর গুরুজনদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন, কত সাধু ধর্ম্মের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহসের সহিত ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। কত লোক পিতা মাতা ও বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়াও হৃষ্ট চিত্তে দিন দিন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছেন। কত পুণ্যাত্মা ঋষি নির্জ্জন বনে গমন করিয়া কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া ঈশ্বরের পূজাতেই রত ছিলেন। কত সাধু ধর্ম্মের উদ্দেশে ধন মান পরিত্যাগ করিয়া দেশ বিদেশ সকল পর্য্যটন করত সত্য সকল চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছেন, ইত্যাদি নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম অনায়াসে সংসিদ্ধ হইতে পারে, অর্থের সহিত ধর্ম্মের কিছু মাত্র যোগ

নাই। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু ও অর্থ বাহিরের বস্তু। আলোক ও অন্ধকার, স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্যে যেমন প্রভেদ ধর্ম্ম ও অর্থতে ঠিক সেই রূপ প্রভেদ। দরিদ্র ব্যক্তিকে বা কোন হিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ দান করিলেই যে ধর্ম্ম হইল এরূপ নহে। যিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধার সহিত একটীমাত্র পয়সা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করেন তিনি যে মানাকাঙ্ক্ষার সহিত এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয় দেখেন, তিনি কোন বাহিরের কার্য্য দেখেন না।

উপযুক্ত পাত্রে ও অবস্থানুসারে অর্থ ব্যয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই কৃপণ ও মিথ্যা বিষয়ে অর্থ ব্যয় করে। তাহারা নানা প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ নিঃশেষিত করে। তাহারা গণক, দৈবজ্ঞ, রোজা প্রভৃতি অর্থলোলুপ ব্যক্তিকে অর্থ দান করা আপনাদের হিতকর কার্য্য মনে করিয়া প্রচুর অর্থ দান করে। আবার কত পুরুষ পুত্রের বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে দীনভাবে কাল যাপন করে। কেহ কেহ স্বার্থপরতার দাস হইয়া স্ত্রীর গহনাতেই যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন, কিন্তু তাহারই দ্বারে কত লোক অন্নের জন্য দীনভাবে হাহাকার করিতেছে, তথাপি তিনি একটী মাত্র পয়সা দিতে কুণ্ঠিত হন ও কাতরতা প্রদর্শন করেন। হায়! তাহাদিগের কি পাষাণ মন! কি কঠিন হৃদয়!! যেখানে অর্থ দান করিলে অ[illegible] সার্থক্য হইবে, সেখানে তাহারা অর্থ ব্যয় না করিয়া মিথ্যা কার্য্যে অর্থ ব্যয় করে। অতএব হে পাঠিকাগণ! তোমরা আর এই প্রকারে অর্থ ব্যয় না করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যতেই অর্থ ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারিতা, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে অবস্থানুরূপ অর্থ ব্যয় করিলে অর্থের সার্থক্য হইবে ও ধর্ম্মের পথে ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে।

সৃষ্টির সৌন্দর্য্য।

প্রভাত কালেতে শোভা কিবা মনোহর,
যে দিকেতে দৃষ্টি কর সকলি সুন্দর।
কেমন শীতল বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়।
ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ সমুদয়,
ধরি রহে ডালে ডালে নব পত্র চয়।
দেখিলে বৃক্ষের শোভা জুড়ায় নয়ন,
শুনিলে পক্ষীর গান ভুলে যায় মন।
কিবা জলাশয়ে জল করে কল কল,
চারি দিক শুভ্র বেশ নিরব সকল।
এমন সুখের কাল করেছে যে জন,
ভুলনা কখন তাঁরে ভুলনা কখন।
দু, প্রহরে খর রবি হইয়া উদয়,
কেমন উজ্জ্বল করে কল্পে আলো[illegible]

দিবা শেষে দিবাকর হলে অস্তমিত,
অগণ্য তারকাপুঞ্জ আকাশে উদিত।
কেমন চাঁদের আলো করে ঝল ঝল,
সুরম্য আকাশ শোভা অতি সুবিমল।
এ সকল হইয়াছে যাঁহাতে রচিত,
তাঁহারি মহিমা তারা করিছে ঘোষিত।
কেমনে আমরা ভবে হইয়া মানব,
গাইব না তাঁর নাম থাকিব নিরব।
অতএব বামাগণ সমস্বরে সবে,
জগন্নাথের নাম কর উচ্চরবে।

নূতন সংবাদ।

১ম।—"বিগত ৩রা কার্ত্তিক অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার পর রাণাঘাটের ঈশান কোণে একটী সুদৃশ্য জলস্তম্ভ দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার একভাগ গগণমণ্ডলস্থিত একখানি নিবিড় নীলবর্ণের মেঘে সংলগ্ন ছিল, অপর ভাগ ভূতলবর্ত্তী কোন জলাশয় বা ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু অনেক দূর নামিয়াছিল। ইহাকে অনেকে জল তোলা হাতির শুঁড় বলিয়া স্থির করিয়াছে।"

প্রথম ভাগ চারুপাঠের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যে জলস্তম্ভের বিষয় লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবে যে জলস্তম্ভ কি ও কি প্রকারে হয়।

২য়। আমাদের একটী সুহৃদ তাঁ…ার কোন মাননীয় বন্ধুর সহিত …চমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া …খিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে—বিগত ২২শে আশ্বিন আমরা দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া কলিকাতা হইতে কলের গাড়ীতে বেলা ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া, তৎপর দিবস বেলা ১০দশ ঘটিকার সময় কাশীতে উপনীত হই।

কাশী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান। গঙ্গা-নদীর অপর তীর হইতে দেখিলে ইহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত দেখায়। এই নগর গঙ্গা হইতে এত উচ্চ যে ইহা দেখিলেই অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর তীরভাগ অত্যুচ্চ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় অট্টালিকা ও মন্দিরশ্রেণী দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং অভ্যন্তর প্রদেশ সকল দেব মন্দির দ্বারাও সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কাশীর যে দিগে নেত্রপাত করা যায় প্রায় সেই দিকেই দেবালয় সকল নয়ন পথে পতিত হয়। এখানে যত মন্দির ও দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বেণীমাধবের ধ্বজাই অত্যুচ্চ এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরই দেখিবার উপযুক্ত। ঐ মন্দিরের উপরস্থ অর্দ্ধভাগ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিতেছে।

এখানকার প্রায় সকল লোকের মুখে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কথা রহিয়াছে, প্রায় সকল লোকই মৌখিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মালোচনাতে

রত থাকে। এখানে ধর্ম্মের কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যায়। এখানকার কেবল বাহ্য দৃশ্যই অতিশয় মনোহর কিন্তু আন্তরিক ভাব অতিশয় জঘন্য ও অশ্রাব্য। যত প্রকার কুক্রিয়া এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রায় সে সকল প্রকার কুক্রিয়াই কাশীতে জাজ্বল্য রূপ বিরাজ করিতেছে। কাশীর কি নিবাসী, কি প্রবাসী সকলের প্রতি একটুমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, কাশী কখনই পুণ্যধাম নহে, কেবল অস্পর্শ্য জঘন্য পাপশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এখানে এমন পুরুষ এবং এমন স্ত্রী অতি বিরল যিনি মদ্য পান ও ব্যভিচার দোষে লিপ্ত না থাকেন। এখানকার প্রায় অধিকাংশ স্ত্রী ও পুরুষ ঘোরতর পাপে জড়ীভূত হইয়া পুণ্যপদবী হইতে ক্রমশঃ অবনত হইয়া দিন দিন দীনভাবে ভগ্নহৃদয়ে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। এখানে ধর্ম্মের কিছু মাত্র লক্ষণ লক্ষিত হয় না, কেবল পাপের দুর্গন্ধ দূষণীয় স্রোত অহরহঃ প্রবল বেগে বহমান হইতেছে।

কি কলিকাতার সন্নিকট কালীঘাট, কি দূরবর্ত্তী কাশী, কি মথুরা, কি বৃন্দাবন, হিন্দুদিগের যে সকল স্থান পুণ্যধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার পাপ এক সঙ্গে একত্রীভূত হইয়া আপনার মোহজাল বিস্তার করত সকলকে জড়ীভূত করিতেছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ যাহারা এদেশ হইতে তীর্থ দর্শন করিবার ভাণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাদিগের তীর্থ করা দূরে থাকুক, বরং তাহারা পাপ কর্ম্মে অধিকতর তৎপর হয় ও পারিপাট্য লাভ করে। এবং যিনি সাধু ইচ্ছার জন্য গমন করেন তাঁহারও বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রত্যাগমন করা সহজ হইয়া উঠে না। কাশীর কি পরমহংস, কি দণ্ডী, কি যোগী, কি সাধু,* কি ভৈরব, কি ভৈরবী সকলই মদ্যপান ও ব্যভিচারে রত থাকে। এখানে সতী স্ত্রী ও ধার্ম্মিক পুরুষ এত বিরল এক কালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে বেশ্যার ভাগ অধিক, মদ্যপান প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষে করিয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালী, ক্ষত্রিয়,মহারাষ্ট্রী,পঞ্জাবী, ইংরাজ, মুসলমান ইত্যাদি নানা প্রকার জাতি বাস করে।

এখানে বাঙ্গালীও অধিক দুষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার বাঙ্গালীদিগের চরিত্র অতিশয় দূষণীয় সকলেই মদ্য ও বেশ্যাতে অনুরক্ত। ক্ষত্রিয়,মহারাষ্ট্রী ও মুসলমান এই তিন জাতীয় অধিকাংশ স্ত্রীলোক অসচ্চরিত্রা; বাঙ্গালী

---

* এক প্রকার যোগী। তাহাদের নাম সাধু। তাহারা সাধু হউক আর অ[illegible] দুষ্ট হউক তথাপি তাহাদিগের 'সাধু' থাকিবে।

বেশ্যা প্রকাশ্য অতি অল্প, কিন্তু ভিতরের চরিত্র সকলেরই জঘন্য ও পাপে পরিপূর্ণ। এখানকার ক্ষত্রিয়দিগের স্ত্রী লোকেরা একটী করিয়া ঘাগরা, পিরাণ ও ওড়না পরিধান করে, কিন্তু যাহারা বেশ্যা তাহারা পিরাণ [illegible]রিধান না করিয়া একটী করিয়া কাঁচুলি পরিয়া থাকে। ভদ্র ও বেশ্যাদিগের সহিত এই মাত্র প্রভেদ। মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শাড়ী কাপড় পরিধান করে, কিন্তু তাহারা কাছা ও কোচা দিয়া কাপড় পরে। তাহারা পিরাণ না পরিয়া কাঁচুলি পরে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ওড়না ব্যবহার নাই, এবং এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পরিধেয় শাটী গাত্রে দিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কোমর বন্ধ ব্যবহার করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সধবা তাহারা মাতায় কাপড় দেয় না ও রঙ্গিন কাপড়ের কাঁচুলি পরিধান করে, কিন্তু যাহারা বিধবা তাহাদিগকে মাতায় কাপড় দিতে হয় ও সাদা কাপড়ের কাঁচুলি পরিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় তাহারা মাতায় সিন্দূর না পরিয়া কপালের উপর বড় করিয়া সিন্দূর পরে।

এক দিন আমি একটী পরবের [s]ময় উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম [torn] এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই [torn]হইয়া সেই প্রকাশ্য পরব স্থলে উপনীত হইয়া মহানন্দে পরব দেখিতেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের কি জঘন্য ব্যবহার। স্ত্রী পুরুষে এককালে কোন প্রকাশ্য স্থলে উপস্থিত হইতে পারে না।

এখনকার বাঙ্গালীটোলা অতিশয় জঘন্য। বাঙ্গালী টোলার রাস্তা অতিশয় অপ্রশস্ত, গাড়ি চলিতে পারে না। কাশীতে গবর্ণমেন্টের একটী কালেজ এবং দুইটী বিদ্যালয় আছে। বাঙ্গালীটোলার মধ্যে বাঙ্গালীদিগের যত্নে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, ঐ বিদ্যালয়ে ১৮টী বালিকা অধ্যয়ন করে; অধ্যাপনা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। একটী পণ্ডিত শিক্ষকতাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

আমাদের এদিকে একটী প্রবাদ আছে যে, কাশীতে কখন ভূমিকম্প হইতে পারে না; কারণ কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু যে সকল লোক কাশীতে বাস করে তাহারা এইরূপ অমূলক সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বিগত ১৯ শে ভাদ্র কাশীতে একটী ভূমিকম্প হইয়াছিল, এবং ১৪ বৎসর হইল একটী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, ঐ ভূমিকম্পে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট এককালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ঐ ঘাট কেহ সংস্কার* করিতে সক্ষম হয় নাই। এবং

* মেরামত।

মধ্যে মধ্যেও ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এখানে রাজা মানসিংহের একটী মহাকীর্ত্তি জাজ্বল্যমান বিরাজ করিতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—

বামাগণের রচনা।

হে বঙ্গদেশ-বাসিনী ভগ্নীগণ! পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকারিণী করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বিদ্যা ও জ্ঞান বলে বলবান্ হইয়া জগৎপিতার নিয়ম অনুযায়ি-কর্ম্ম করিয়া তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবেন ও অন্তে সদ্‌গতি লাভ করিবেন; আর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত? কখনই নয়। কেন না যখন দেখিতেছি, ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ি-কর্ম্ম করাই পুণ্য ও তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ; এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহকালে ও পরকালে আদরণীয় হন, পাপীরা ইহলোকে ঘৃণাস্পদ ও পরলোকে দণ্ডনীয় হয়; কিন্তু বিদ্যা-ব্যতীত পরম-পিতার সুনিয়ম সমুদায় সুন্দর-রূপে জানা যায় না, সুতরাং পদে পদে পাপাচরণ করিয়া ইহকালে অশ্রদ্ধার পাত্র ও ঈশ্বর-সমক্ষে দণ্ড-ভাজন হইতে হয়; এই সকল দ্বারা জানা যাইতেছে যে সেই সর্ব্বমঙ্গলাকরের ইহা কখনই অভিপ্রায় নহে যে পুরুষেরাই জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবেন, আর আমরা জিয়ন্তে অজ্ঞানতানিবন্ধন অতি কষ্ট সহ্য করিব। বরং উভয় জাতিকেই সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জ্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, যে উভয়েই সমান সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল বিমল সুখের অধিকারী হয়। অতএব হে ভগ্নীগণ! এস আমরা বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নবতী হই। আর আমাদের তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় না।

উঠগো ভগিনি! সব কর গাত্রোত্থান,
অজ্ঞান তামসী নিশা হলো অবসান।
অবলার সুখ সূর্য্য হতেছে উদয়,
নারীর হিতৈষিগণ দিতেছে অভয়।
এস সবে রত হই জ্ঞানের সঞ্চারে,
কি ভয় কি ভয় আর বঙ্গদেশাচারে।
মন-সুখে জ্ঞানধন করি উপার্জ্জন,
সংসারে পাইবে সুখ অমূল্য রতন।
জ্ঞানেতে হইবে কত পুণ্যের সঞ্চয়,
ঈশ্বরের প্রেম তাতে পাইব নিশ্চয়।

সম্পাদক মহাশয় আমার এই প্রথম চেষ্টা অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপরোক্ত কএক পংক্তি সংশোধন করিয়া আপনার অশেষ হিতৈষিণী বামাবোধিনীতে স্থান দান করিয়া বাধিতা করিবেন ইতি।

১০ই কার্ত্তিক
১২৭১ সাল

শ্রীমতী মধুমতী গ...
সাং রাজিপাড়...

গত মাসে আমরা যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছিলাম, সেই বিজ্ঞাপন অনুসারে আমরা এই লেখার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া ইহা প্রকাশ করিলাম। আমরা যতগুলি লেখা প্রকাশ করিয়াছি। তন্মধ্যে দুই একটী ভিন্ন এটী উত্তম হইয়াছে। রচয়িত্রীর রচনার ভাব দেখিয়া বোধ হয় ইহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এবং জঘন্য দেশাচার ও কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। অধিকন্তর আহ্লাদের বিষয় এই যে,এই লেখাটী পত্র-প্রেরিকার প্রথম রচনা। রচয়িত্রী যেন বর্ণশুদ্ধির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন।

এখন যে, স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে এরূপ উন্নত ভাবের লেখা প্রকাশ পাইতেছে,ইহা আমাদের অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু• " (ভদ্রক)
১৭৮৩ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত
৬ খানার " " ৸৶০

মেং বমউইস " (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্যান্ত ১২ খানার " " ৸৶০

শ্রীচন্দ্রমোহন মিত্র " (মেদিনীপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১৪৪ খানার " " ১২

রামনগর বালিকা বিদ্যালয় (শান্তিপুর)
১৭৮৩ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার " " ৸৶০

[illegible]বনমোহন গাঙ্গুলী (কলিকাতা)
[illegible] শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত
[illegible] " " ॥০

শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত‡ (বরিসাল)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৮৪ খানার " " ৪।০

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ‡ " (ভাগলপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার " " ১৶০

শ্রী ভোলানাথ ঘোষ " (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার " " ৸৶

শ্রীধর্ম্মনারায়ণ দাস " (বালাগ্রান)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ চৈত্র পর্য্যন্ত
১২ খানার " " " ১৷৴০

শ্রীমতী অম্বিকা মণী
" " বিনোদা
" " রমাসুন্দরী
" " চমৎকার মোহিনী
" শিবচন্দ্র দেব
" চন্দ্রশেখর দেব
} কোণনগর

১৭৮৩ শকের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত
৪৮ খান " " ৪৶০

বিবিতাহেরণ নেসা " " (বোদা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার " " ১৷৴০

শ্রীরামচন্দ্র হালদার " (কালীঘাট)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার " " ৸৶০

শ্রী গোপালচন্দ্র বসু " (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার " " ৸৶০

—০—

বিজ্ঞাপন।

• ॥০ আনা গচ্ছিত রহিল।
† পূর্ব্ব গচ্ছিত সমেত।
‡ ৷০ আনা গচ্ছিত রহিল।

[illegible]লিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ।—দ্বিতীয় খণ্ড।

অনন্ত উন্নতিশীল মানুষের মন,
কার সাধ্য গতি তার করে নিবারণ ?
বেগবতী স্রোতস্বতী বাধা যদি পায়,
দ্বিগুণ বেগেতে বহি সিন্ধু পানে ধায়।

১৭ সংখ্যা (পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭১) মূল্য /১০ আনা

স্ত্রীবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা।

পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকে যে প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল পুরুষেরাই বিদ্যাভ্যাসে মনের উৎকর্ষ সাধন করিবে আর স্ত্রীলোকেরা যে অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালাতিপাত করিবে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বর, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকে আত্মোন্নতি সাধন করিবার সমান ক্ষমতা ও সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পুরুষেরা যে প্রকার বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতি সাধন করিবেন, স্ত্রীলোকদিগেরও সেই প্রকার বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। মূর্খ হইয়া অলস ও নীচকর্ম্মে তাহাদিগের জীবন কাটান কখনই উচিত নহে। এখন এই বঙ্গসমাজের যে প্রকার দিন দিন সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে কাহারও ঔদাস্য প্রকাশ করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। বঙ্গসমাজের উন্নতিশীল অবস্থার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এতদ্দেশস্থ বালকবৃন্দের বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও বিদ্যালয় সংখ্যার আধিক্য হইতেছে তাহার সহিত ব[illegible] স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষ[illegible] করিয়া দেখিলে কিছুই [illegible]

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপিচ অধুনা বয়স্থা স্ত্রীগণের যে পরিমাণে শিক্ষালাভ হইতেছে তাহাতে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। বরং বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এখন প্রায় সকল সভ্যস্থানের বালিকা-বান্ধবেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও কেহ কেহ নিজ ব্যয়ে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং এই কলিকাতা মহানগরীতে সুপ্রসিদ্ধ বেথুন ও বিখ্যাত ডাক্তার ডফ সাহেব একএকটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া অনেক অজ্ঞানান্ধ বালিকার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতেছেন। কিন্তু বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য অদ্যাপি কেহ কোন প্রকার উপায় গ্রহণ করেন নাই। কেবল কলিকাতার 'ব্রাহ্মবন্ধু' সভার সভ্যেরা তাহাদিগের বোধনেত্র প্রস্ফুটিত করিবার মানসে একটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যে সকল স্ত্রী ঐ সভার অধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, বিগত ফাল্গুন মাসে তাহাদের বিদ্যার পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় যে সকল স্ত্রী উত্তীর্ণা হইয়া যে সকল পুস্তক ...স্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ১০ম সং... ...ত্রিকায় আমরা তাহা প্রকাশ ... ব্রাহ্মবন্ধু সভার দ্বারা যদিও এখন বয়স্থা স্ত্রীগণের উপকার হইতেছে বটে, তথাপি তাহারা যে প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কোন মতে তাহাদিগের সম্যক্‌রূপ বিদ্যোন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

পুরুষদিগকে যে প্রকার যত্ন ও ইচ্ছার সহিত যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হয়, স্ত্রীলোকদিগকেও সেই প্রকার যত্ন ও ইচ্ছার সহিত সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এ সময়ে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসের জন্য অধিকতর যত্ন ও প্রয়াস পাওয়া সকলের পক্ষেই উচিত। কারণ, তাহারা এখন সংসারে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন। তাহাদিগকে সংসারের কত প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। কত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নানা প্রকার দেশীয় কুপ্রথা, কুসংস্কার, ভ্রম ও অজ্ঞানতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এবং এমন শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, ইহা যেন কেহই সহজ মনে না করেন। তাহারা মূর্খ হইলে সকল সময়েই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, জ্ঞাতিবঞ্চনা ইত্যাদি ঘৃণাজনক নীচকর্ম্ম সকল সর্ব্বদাই তাহাদিগের দ্বারা সংঘটিত হইবে। এখন তাহাদিগের

যৌবনাবস্থা, এই সময়ে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল বলবতী হইয়া প্রবল বেগে স্ব স্ব কার্য্য করিবেই করিবে। কিন্তু তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ বেগ সৎপথে প্রয়োগ করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অসৎপথে পতিতা হইয়া ঘোর পাপে জড়ীভূতা হইবে, এবং অবশেষে নানাপ্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করত কালাতিপাত করিবে। অতএব এই সকল গর্হিত ব্যাপার নিবারণ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রকৃতরূপ বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা করা দেশহিতৈষিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; নতুবা অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে প্রকৃতরূপে বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা করা যাইতে পারে প্রথমে এ বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

কোন সচ্চরিত্র সাধু পুরুষের ভবনে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় এবং তথায় নিয়মিতরূপে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইলে বয়স্থা স্ত্রীগণ প্রকৃতরূপ বিদ্যাবতী হইতে পারেন, নচেৎ কেবল স্বামী স্ত্রীকে, পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, পুত্র মাতাকে স্বস্ব ভবনে বিদ্যাভ্যাস করাইলে কখনই তাহারা উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না। যত দিন এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত না হইতেছে, তত দিন বঙ্গসমাজের অধিকতর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। মাতা যদি বিদ্যাবতী হন, তবেই তিনি তাঁহার কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যত্নবতী হইবেন। আর যদি তিনি মূর্খা হন তবে কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যত্নবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাহাতে না হয় সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিবেন। বাল্যকালে সন্তানসন্ততিরা মাতারই অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং মাতার উপরই তাহাদিগের গুণাগুণের সকলি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাতা যদি সাধুগুণসম্পন্না হন তবে পুত্রকন্যারাও তাঁহার গুণের অনুকরণ করিয়া নিশ্চয়ই সাধু হইতে পারে, এবং তিনি যদি তাহার বিপরীত হন তবে যে তাহারা অসাধু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মাতা বিদ্যাবতী হইলে যে পুত্রকন্যারা বিদ্বান্ হয় তাহা উদাহরণ দ্বারা প্রস্তাব দীর্ঘ না করিয়া বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। মাতা বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইলে তাহা পুত্রকন্যার ও সংসারের অশেষ মঙ্গলের মূল হইয়া উঠে। এখন বালিকাদিগকে অধ্যয়ন জন্য বিদ্যালয়ে আনয়ন করিতে যে এত কষ্ট সহ্য করিতে হয় ইহার প্রধান কারণ এই, তাহাদের মাতারা মূর্খতা বশতঃ কন্যাগণের বিদ্যা[illegible]ক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে [illegible] না। মাতা যদি বিদ্যাব[illegible]

তবে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য অধিক যত্ন করিবার ও প্রলোভন দেখাইবার আবশ্যকতা হইত না, বালকদিগের ন্যায় সকলেই গমন করিত। বৃক্ষ ভাল হইলে ফলও ভাল হইবার অধিক সম্ভাবনা। এজন্য স্ত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া রীতিমত শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই আবার এটাও বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত।——

স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে কাহারা বয়স্থা স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবেন?

বালিকাবিদ্যালয়ে সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষক হইলে কোন ক্ষতি হয় না; সাধুপুরুষ, কোমল-হৃদয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে যেমন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু স্ত্রী-বিদ্যালয়ে সেরূপ কখন হইতে পারে না। পুরুষ,স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলে কত প্রকার যে অনিষ্টের আশঙ্কা হয় তাহা বলা যায় না। অতএব স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য কতকগুলি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক। ১৫ সংখ্যক পত্রিকাতে 'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন' বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে, সেইরূপ হইলে শিক্ষয়িত্রী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কি উপায়ে তাহাদিগকে বিদ্যা[লয়ে] আনিয়া শিক্ষা দান করা যাই[বে] তাহা স্থির করা যাউক। [প্রথমে] একটী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে হয়। তৎপরে দরিদ্র অথচ ভদ্র স্ত্রীলোকদিগকে অর্থ দ্বারাই হউক বা অন্য কোন প্রকারেই হউক, বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে হয়; তৎপরে ৩।৪ বৎসর ক্রমাগত তাহাদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষাপ্রদান করিয়া ১৫।২০ টাকা বেতনে প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ভার দিতে হয়। এই প্রকারে তাহাদিগের ভরণ পোষণ চলিলে ক্রমে ক্রমে অনেকেই শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, এবং বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আর কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। এই সকল গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন করা অর্থসাপেক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, যত দিন শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত না হইবে, তত দিন যে স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইবে না এমন নহে। যেমন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, তেমনি স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এখন যদি কোন বিদ্যাবতী ভদ্রগৃহস্থের স্ত্রী স্বজাতীর উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়া স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন ভালই, নচেৎ বিবি শিক্ষয়িত্রী দ্বারা আপাততঃ শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে। এই প্রকারে বয়স্থা স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করা কখনই অস-